আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য

দুনিয়া না আখিরাত ?

আবদুস শহীদ নাসিম

আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য
দুনিয়া না আখিরাত?

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 984-645-041-6
শ. প্র. : ৫৫

© Author

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল: shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল
১ম মুদ্রণ : জুলাই ২০০২ ঈসায়ী
চতুর্থ মুদ্রণ: জুলাই ২০১২ ঈসায়ী

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ২৭.০০ টাকা মাত্র

APNAR PROCHESTAR LAKHO DUNIA NA AKHIRAT?
By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8317410, 01753422296. First Edition : July 2002, 4th Print : July 2012, E-mail : shotabdipro@yahoo.com
Price Tk. 27.00 Only.

www.pathagar.com

সূচিপত্র

কেন এ বই? ৫

১. আপনার প্রচেষ্টা কোন্ পথে? ৭
- জীবন ও প্রচেষ্টা (সা'য়ী) ৭
- সা'য়ী মানে কি? ৭
- মানুষ তাই পাবে যার জন্যে সে সা'য়ী করে ৮
- মানুষের সা'য়ী ভিন্ন ভিন্নমুখী ৯
- কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সা'য়ীর বিনিময় দেয়ার জন্যে ১১
- দুনিয়ার সা'য়ী কিয়ামতের দিন কারো চেহারা করবে উজ্জ্বল, কারো ম্লান ১২
- যারা বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টির সা'য়ী করে ১৪
- অশান্তি সৃষ্টির জন্যে সা'য়ী করার রাষ্ট্রীয় দন্ড ১৫
- ইহুদিরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির সা'য়ীতে লিপ্ত ১৬
- যারা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে সা'য়ী করে ১৭
- ব্যর্থতার সা'য়ী, সাফল্যের সা'য়ী ১৮
- আমলে সালেহ্র সা'য়ী কখনো বিফলে যায়না ২০
- আপনার প্রচেষ্টা কোন্ পথে? ২২

২. আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত? ২৫
- কারো লক্ষ্য দুনিয়া, কারো আখিরাত ২৫

১. আয়াত দু'টির গুরুত্ব ২৬
২. মানুষের দুই জীবন ২৬
৩. মানুষের আশু লাভের প্রবণতা ২৭
৪. দুনিয়া পূজারীদের জন্যে আল্লাহর সতর্কবাণী ২৮
৫. বিচক্ষণ মানুষ ২৯
৬. আখিরাতের সাফল্যের জন্যে শুধু ইচ্ছা বাসনাই যথেষ্ট নয় ৩০

- জান্নাত, মাগফিরাত ও মহাসম্মান লাভের সা'য়ী ৩২
- আল্লাহর ভয়ে সা'য়ী করুন ৩৫
- সা'য়ী করুন সালাতের দিকে ৩৬
- সা'য়ীর পরকালীন পুরস্কার, পরকালীন পুরস্কারের সা'য়ী ৩৭

৩. আপনার প্রচেষ্টার নিয়্যত কী? ৪২
- কী নিয়্যতে আপনি সা'য়ী করেন? ৪২
- নিয়্যত কী? ৪২
- পরকালীন প্রতিফল লাভের ভিত্তি হবে নিয়্যত ৪৩
- বিচার হবে নিয়্যতের ৪৪
- আল্লাহ চান একনিষ্ঠ নিয়্যত (ইখলাস) ৪৭

www.pathagar.com

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

মানুষ যে জন্যে সা'য়ী করেছে
তা ছাড়া সে আর কিছুই পাবেনা

www.pathagar.com

কেন এ বই?

This book is a bearer of glad tidings - এটি একটি সুসংবাদ বহনকারী বই।

This book is a warner - এটি এক মহাবিপদ ও অমঙ্গলের সতর্ক সঙ্কেত-জ্ঞাপক বই।

মৃত্যুর পরই মানুষ পা বাড়ায় আখিরাতের সেই অনন্ত জীবনে, যার তুলনায় এই পার্থিব জীবন একেবারেই তুচ্ছ, নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী।

এই পার্থিব জীবনে প্রতিটি মানুষই দৌড়াচ্ছে, ছুটে চল্‌ছে ; করে চল্‌ছে প্রাণান্তকর সংগ্রাম-সাধনা ; নিরত রয়েছে চরম চেষ্টা ও প্রচেষ্টার মধ্যে। কুরআন মজিদে এটাকে বলা হয়েছে সা'য়ী (سعى)। প্রতিটি মানুষই সা'য়ী করে চলেছে নিরবধি।

একদল লোকের সা'য়ীর কেন্দ্র এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন, আরেক দলের সা'য়ীর কেন্দ্র আখিরাতের অনন্ত জীবন।

প্রথমোক্ত দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য দুনিয়ার জীবনের প্রাপ্তি ও সাফল্য। আখিরাতের অনন্ত জীবনে এদের জন্যে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ও প্রজ্জ্বলিত আগুনের জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই।

শেষোক্ত দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য আখিরাতের অনন্ত জীবনের প্রাপ্তি ও সাফল্য। দুনিয়ার জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, বিপদ-মুসিবত, দু:খ-বেদনা, অত্যাচার-নির্যাতন, এমনকি জীবন-মরণের পর্যন্ত তারা পরোয়া করেনা। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য পথে যা-কিছুই বাধা কিংবা বিপত্তি হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলোকে ডিংগাতে, পরিত্যাগ করতে, কিংবা বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ তারা করেনা।

আল্লাহর ইচ্ছায় এরা দুনিয়ার জীবনেও কিছুনা কিছু কল্যাণ লাভ করে থাকে। তবে তাদের পরম প্রত্যাশিত আখিরাতের মুক্তি, সাফল্য ও বিজয়ের অঙ্গীকার তাদের মালিক রাব্বুল আলামীন তাদের সাথে করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

কুরআন মজিদে এই দুইদল লোকের সা'য়ীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পথ-পদ্ধতি ও চরম-পরম পরিণতির বিশদ বিবরণ বিধৃত হয়েছে মর্মস্পর্শী ভাষায়।

তাতে এক দলের জন্যে রয়েছে মহাবিপদের সতর্ক সঙ্কেত। আরেক দলের জন্যে রয়েছে মুক্তি ও মহাবিজয়ের শুভ সংবাদ।

আমরা ভেবেছি, কালামুল্লাহ (আল্লাহর বাণী) থেকে এই দুইদল লোকের সা'য়ীর বিবরণ ও পরিণতির কথা একটি ছোট্ট পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করলে লোকেরা তা এক নজরেই (at a glance) দেখতে পাবে। সেইসাথে নিজ জীবনের সা'য়ীর কেন্দ্র ও লক্ষ্য কী ও কোন্‌টি হওয়া উচিত সে বিষয়ে নিতে পারবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এ উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে এ পুস্তিকা।

কুরআনের আলোকে এ পুস্তিকা বহন করছে একদল লোকের জন্যে সুসংবাদ এবং আরেকদল লোকের জন্যে মহাবিপদ সঙ্কেত। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন – কোন্‌টি গ্রহণ করবেন আপনি?

আসুন, মুক্তির সুসংবাদ গ্রহণ করে আখিরাতের অনন্ত জীবনের সাফল্য ও পুরস্কারের সা'য়ীতে আমরা আত্মনিয়োগ করি!

এ পুস্তিকা যদি কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তির বিবেককে নাড়া দেয়, আর কম্পিত করে তুলে কোনো হৃদয়বান ব্যক্তির অন্তরকে, তবে তিনি যেনো সে মুহূর্তে মালিকের দরবারে এই পরকাল প্রত্যাশী লেখকের জন্যেও মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করেন।

আবদুস শহীদ নাসিম
১৬/৬/২০০২

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১

আপনার প্রচেষ্টা কোন্ পথে?

● জীবন ও প্রচেষ্টা (সা'য়ী)

প্রতিটি মানুষ জীবনভর প্রচেষ্টায় নিরত।

সে দৌড়াচ্ছে, চেষ্টা করছে, প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সাধনা করে যাচ্ছে, সংগ্রামে নিরত রয়েছে।

এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনাকে কুরআন মজিদে একটিমাত্র শব্দে চমৎকারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কী সেই শব্দটি? হ্যাঁ, সেই শব্দটি হলো : سَعْى (সা'য়ী)।

প্রতিটি মানুষ সারা জীবন সা'য়ী করে যাচ্ছে। জীবনের অপর নাম সা'য়ী, আর সা'য়ীর অপর নাম জীবন। জীবন থেকে সা'য়ীর অবসান ঘটায় মৃত্যু।

তাই জীবন এবং সা'য়ীর সম্পর্ক দেহ এবং আত্মার মতো।

সবাই سَعْى (সা'য়ী) করে চলছে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে, সচেতনভাবে অচেতনভাবে, লক্ষ্যাভিমুখে লক্ষ্যহীনভাবে।

মানব জীবনে سَعْى-র (সা'য়ীর) গুরুত্ব মৃত্যু ও জীবনের মতো, ধ্বংস ও রক্ষার মতো, দেহ ও আত্মার মতো।

আমাদের এই বইটির মূল আলোচ্য বিষয় মানব জীবনে سَعْى-র (সা'য়ীর) গুরুত্ব।

● سَعْى মানে কি?

কুরআন মজিদে বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে সা'য়ী শব্দটি ৩০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া হাদিসেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই 'সা'য়ী' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের সকলের কাছেই দিবালোকের মতো পরিষ্কার থাকা দরকার।

ভাষাতত্ত্ববিদ Milton Cowan তার (আরবি-ইংরেজি) A Dictionary of Modern Written Arabic-এ এ শব্দের সকল আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ বিস্তারিত লিখেছেন। উক্ত অভিধান অনুযায়ী سَعْى শব্দের অর্থ হলো ঃ

● Effort (প্রচেষ্টা, আপ্রাণ চেষ্টা করা)।

www.pathagar.com

- Strive (কঠোর প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, সাগ্রহ চেষ্টা, সাধনা)।
- Deed (কর্ম)।
- Endeavor (প্রবল প্রচেষ্টা)।
- Proceed towards (অগ্রসর হওয়া)।
- Speed (দ্রুতবেগে চলা)।
- Attempt (প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, চেষ্টা করা)।
- Pursue (অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার চেষ্টা করা, পশ্চানুসরণ করা)।
- Chase (পশ্চাদ্ধাবন করা)।
- to run after (উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দৌড়ানো)।
- to take steps (পদক্ষেপ গ্রহণ করা)।
- aspire (to) (লক্ষ্য হাসিলের জন্যে আকুলভাবে কামনা করা)।
- to spread (ব্যাপকভাবে প্রসারিত হওয়া/করা, সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়া, বিস্তার করা, খুলে ধরা, বিকশিত করা)।
- to lead (to) (পথ প্রদর্শন করা, প্রথমে অগ্রসর হয়ে পথ দেখানো, প্রণোদিত করা, নেতৃত্ব দেয়া, জীবন যাপন করা)।
- to run (দৌড়ানো)।
- to move quickly (দ্রুত গতিতে চলা)।[১]

পারিভাষিক অর্থে সা'য়ী মানে- কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে প্রাণপন দৌড়-ধোপ করা, কঠোর চেষ্টা সাধনা চালানো, চরম প্রচেষ্টা চালানো এবং প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে যাওয়া। টারগেট হাসিলের জন্যে দৌড়ানো, দ্রুত ধাবিত হওয়া এবং লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও আচরণ করা।

সা'য়ী সংক্রান্ত আল কুরআনের আয়াতগুলো আমরা সম্মুখে আলোচনা করবো, তাতে সা'য়ীর অর্থ ও তাৎপর্য আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

● মানুষ তাই পাবে, যার জন্যে সে সা'য়ী করে

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزٰهُ
الْجَزَاۤءَ الْاَوْفٰى - (النجم : ٣٩-٤١)

অর্থ : আর মানুষ যে জন্যে সা'য়ী করেছে, তাই তার প্রাপ্য। অচিরেই তার সা'য়ী (মূল্যায়ন ও বিচার-বিশ্লেষণ করে) দেখা হবে। অতপর তাকে (তার সা'য়ীর) পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে।' (সূরা ৫৩ আন নাজম : আয়াত ৩৯-৪১)

---

১. Milton Cowan : A Dictionary of Modern Written Arabic.এই অভিধানের আরবি নাম হলো ঃ مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ
- প্রতিটি ইংরেজি শব্দের পাশে বাংলা অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত Samsad ইংরেজি-বাংলা অভিধান থেকে।

www.pathagar.com

সূরা আন নাজম-এর এ কয়টি আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে কয়েকটি মূলনীতি পাওয়া যায়। সেগুলো হলো :

১. সা'য়ী বা চেষ্টা-সাধনা ছাড়া কেউই কিছু অর্জন করতে পারেনা।

২. প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ফল, সেই পরিণতি, সেই প্রতিফল এবং সেই প্রতিদানই লাভ করবে, যার জন্যে সে সা'য়ী করেছে।

৩. প্রত্যেকে নিজের কর্মফলই ভোগ করবে, কেউ কারো কারো কর্মফল ভোগ করবেনা।

৪. প্রত্যেকের সা'য়ী মূল্যায়ন ও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হবে এবং তার সা'য়ীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও মাত্রার ভিত্তিতে তাকে অনুরূপ কর্মফল দেয়া হবে।

৫. প্রত্যেকের সা'য়ীর প্রতিফল ও প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে।

৬. মন্দ সা'য়ীর প্রতিফল হবে মন্দ আর পূর্ণ মাত্রার।

৭ উত্তম সা'য়ীর প্রতিফল হবে উত্তম, পূর্ণমাত্রার এবং সেই সাথে অতিরিক্ত পুরস্কার।

● মানুষের সা'য়ী ভিন্ন ভিন্নমুখী

সব মানুষের সা'য়ী একই উদ্দেশ্যে নয় এবং একই পথের অনুসারী নয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন লক্ষ্য হাসিল করার জন্যে প্রচেষ্টারত। প্রতিটি মানুষের সা'য়ীরই দু'টি মৌলিক অংশ থাকে :

১. সা'য়ীর (প্রচেষ্টার) লক্ষ্য।
২. সা'য়ী।
৩. সা'য়ীর প্রক্রিয়া।

এই তিনটি মৌলিক উপাদান দ্বারা সা'য়ী গঠিত হয়।

কুরআন মজিদে মানুষের সা'য়ীকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১. আল্লাহমুখী সা'য়ী।
২. আল্লাহ বিমুখ সা'য়ী।

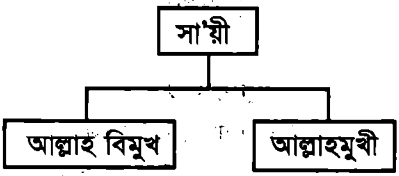

সূরা আল লাইলে মানুষের ভিন্ন ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার কথা এভাবে চমৎকার করে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى- وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى- وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْاُنْثٰى - اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى- فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ

www.pathagar.com

بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى- وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا
تَرَدّٰى- اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى- فَاَنْذَرْتُكُمْ
نَارًا تَلَظّٰى- لَايَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى-الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى -
وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰى- اَلَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى - وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ
مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى- وَلَسَوْفَ يَرْضٰى-

অর্থ : ১. রাতের শপথ, যখন সে (অন্ধকারে) আচ্ছন্ন করে ফেলে। ২. দিনের শপথ, যখন সে (আলোতে) উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ৩. আর শপথ সেই মহাসত্তার, যিনি (সবকিছুকে) পুরুষ ও স্ত্রী (এই দুইভাগে ভাগ) করে সৃষ্টি করেছেন। ৪. অবশ্য অবশ্যি তোমাদের সা'য়ী (প্রচেষ্টা) বিভিন্ন রকম।

৫. তবে, যে দান করে, আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করে এবং আল্লাহর ভয়ে সমস্ত মন্দ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকে, ৬. আর যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর – তা সঠিক বলে মেনে নেয়, ৭. আমি তার জন্যে সুগম করে দিই সহজ পথ।

৮. পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে এবং নিজেকে মুখাপেক্ষাহীন মনে করে, ৯. আর যা কিছু উত্তম ও কল্যাণকর, তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, ১০. তার জন্যে আমি সুগম করে দিই কঠিন পথ। ১১. যেহেতু সে ধ্বংস হয়েই (মরেই) যাবে, তাহলে তার অর্থ সম্পদ তার কী কাজে আসবে?

১২. সঠিক পথের সন্ধান দেয়া তো আমার কাজ। ১৩. আর আমিই পরকাল আর ইহকালের মালিক। ১৪. তাই, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সতর্ক করছি। ১৫. সেই হতভাগা ছাড়া আর কেউই তাতে প্রবেশ করবেনা, ১৬. যে (সত্যকে) অস্বীকার করে এবং (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৭. পক্ষান্তরে এই প্রজ্বলিত আগুনের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহর ভয়ে মন্দ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে, ১৮. আর নিজের অর্থ সম্পদ দান করেছে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের জন্যে, ১৯. আর দানের সময় (মানুষের নিকট থেকে) প্রতিদান পাবার উদ্দেশ্যে সে দান করেনি। ২০. সে তো কেবল তার মহান মালিকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় দান করেছে। ২১. অচিরেই সেও সন্তুষ্ট হবে (যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।"

এই সূরার ১-৪ আয়াতে বলা হয়েছে, রাতের অন্ধকার আর দিনের আলো যেমন সুস্পষ্টভাবে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, পুরুষ আর নারী যেমন অনিবার্যভাবে দুই

www.pathagar.com

ধরনের স্বভাব প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী মানুষ, ঠিক তেমনি মানুষের সা'য়ীও সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে, পরিষ্কারভাবে দ্বিমুখী হয়ে থাকে।

৫-৭ আয়াতে মানুষের জন্যে সহজ সুগম ও কল্যাণকর সা'য়ীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব প্রকৃতির সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলোই সামঞ্জস্যশীল।

৮-১১ আয়াতে মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতির সাথে অসামঞ্জস্যশীল কঠিন পথের সা'য়ীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ ধরনের সা'য়ী ultimately মানুষের কোনো কাজে আসবেনা।

১২-১৬ আয়াতে বলা হয়েছে : ইহকাল ও পরকালে কোন্ ধরনের সা'য়ী মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের গ্যারান্টি হবে, তার সন্ধান শুধুমাত্র ইহকাল ও পরকালের মালিক আল্লাহ্ই দিতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে সা'য়ী করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু যে তা অস্বীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেই হতভাগার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা।

১৭-২১ আয়াতে ঐ ব্যক্তির সা'য়ীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার সা'য়ী তাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আযাব থেকে মুক্তি দেবে। আর সে যেহেতু এই কল্যাণকর সা'য়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করেছে, তাই পরকালে তার সা'য়ীর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা দান করবেন তাতে সে নিজেও পরম সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করবে।

● কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সা'য়ীর বিনিময় দেয়ার জন্যে

প্রতিটি মানুষ দুনিয়ার জীবনে যে প্রচেষ্টা চালায়, যে দৌড়-ধোপ করে, আখিরাতে সে অবশ্যি এর বিনিময় লাভ করবে। মূলত দুনিয়ার যাবতীয় প্রচেষ্টা বা সা'য়ীর বিনিময় দেয়ার জন্যেই কিয়ামত ও আখিরাত অনুষ্ঠিত হবে :

إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا تَسْعٰى فَلَا
يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى-

অর্থ : অবশ্যি সেই সময়টি (কিয়ামত) ধেয়ে আসছে। তা সংঘটিত হবার নির্দিষ্ট ক্ষণটি আমি গোপন রাখবো। তা এজন্যে সংঘটিত হবে, যাতে করে প্রত্যেকেই যে সা'য়ী (চেষ্টা-সাধনা) করেছে, তার উপযুক্ত প্রতিদান লাভ করতে পারে। কাজেই যে ব্যক্তি তা সংঘটিত হবার ব্যাপারে ঈমান রাখেনা, বরং নিজের কামনা-বাসনার পিছে দৌড়ায় (সা'য়ী করে), সে যেনো তোমাকে ঐ দিনটির সাফল্য অর্জনের চিন্তা ও প্রচেষ্টা (সা'য়ী) থেকে নিবৃত্ত করতে না পারে।" (সূরা ২০ তোয়াহা : ১৫-১৬)

www.pathagar.com

● দুনিয়ার সা'য়ী কিয়ামতের দিন কারো চেহারা করবে উজ্জ্বল, কারো ম্লান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল গাশিয়ায় বলেন :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ- عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ- تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ....

অর্থ : সেদিন (কিয়ামতের দিন) অনেক (লোকের) চেহারা হবে ভীতিকর অবমানিত, কর্মক্লিষ্ট। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।" (সূরা ৮৮ আল গাশিয়া : আয়াত ২-৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরেকদল লোকের বর্ণনা দিয়ে বলেন :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ. (الغاشيه : ٨)

অর্থ : সেদিন (কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে) আরেকদল লোকের মুখমণ্ডল হবে আনন্দোজ্জ্বল (Joyful)।" (সূরা ৮৮ আল গাশিয়া : আয়াত ৮)

কিন্তু এই আনন্দোজ্জ্বল চেহারার লোকগুলো হবে কারা? হ্যাঁ, পরবর্তী আয়াতেই তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ - (الغاشية : ٩)

অর্থ : তারা হবে ঐসব লোক, যারা নিজেদের সা'য়ীর জন্যে হবে সন্তুষ্ট (Glad with their efforts, endeavor and strive)।" (সূরা ৮৮ আল গাশিয়া : আয়াত ৯)

এরপর একই সূরার ১০ থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এই মনিষীদের পরকালীন মর্যাদাশীল আবাসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে :

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ	: They will be in a lofty paradise. (Verse - 10)
لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً	: Where they shall neither hear harmful speech nor falsehood. (Verse - 11)
فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ	: Therein will be a running spring. (Verse - 12)
فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ	: Therein will be thrones raised high. (Verse - 13)
وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ	: And cups set at hand. (Verse - 14)
وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ	: And cushions set in rows. (Verse - 15)
وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ	: And rich carpets (all) spread out. (Verse - 16)

দুনিয়ার জীবনে কিছুলোক আল্লাহমুখী এবং কিছুলোক আল্লাহদ্রোহী সা'য়ী করে থাকে। কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে মানুষ যখন মহাবিশ্বের একচ্ছত্র মালিকের দরবারে বিচারের সম্মুখীন হবে, সেদিন পৃথিবীর জীবনের এই দুই ধরনের সা'য়ীওয়ালা লোকদের চেহারা হবে দুই রকম :

www.pathagar.com

১. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে সা'য়ী করেছে, তাদের চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল।

২. আর যারা আল্লাহ বিমুখ সা'য়ী করেছে, তাদের চেহারা হবে কালো-মলিন, ভীত-সন্ত্রস্ত।

দেখুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ- وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

অর্থ : সেদিন কিছু (লোকের) চেহারা হবে উজ্জ্বল আর কিছু (লোকের) চেহারা হবে কালো-মলিন। যাদের চেহারা হবে কালো, তাদের বলা হবে : "তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফুরি করো নাই? সুতরাং কুফুরির প্রতিদান হিসেবে এখন আযাব (torment) ভোগ করতে থাকো। পক্ষান্তরে সেদিন যাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল, তারা থাকবে আল্লাহর অনুগ্রহের (বেহেশ্‌তের) মধ্যে। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে।" (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৬-১৭)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ - وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ - تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ- (القيامة : ٢٥-٢٢)

অর্থ : সেদিন কিছু (লোকের) চেহারা হবে আনন্দদীপ্ত (shining and radiant)। (প্রাণভরে) তাকিয়ে থাকবে তারা তাদের মহান প্রভুর দিকে। পক্ষান্তরে সেদিন কিছু (লোকের) চেহারা হবে কালো মলিন-বিবর্ণ (dark, gloomy, frowning and sad)। এক ধ্বংসকারী বিপদ তাদের উপর আপতিত হবার আশংকায় তারা থাকবে শংকিত-আতঙ্কিত।" (সূরা ৭৫ আল কিয়ামা : আয়াত ২২-২৫)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ- ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ- اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ- (عبس)

অর্থ : সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হবে সমুজ্জ্বল। তারা থাকবে সহাস্য আর সুসংবাদের আনন্দে মুখর। পক্ষান্তরে সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হবে ধুলি ধূসর। তাদের আচ্ছন্ন করবে কালিমা। কারণ তারা কাফির আর পাপাচারী।" (সূরা ৮০ আবাসা : আয়াত ৩৮-৪২)

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَاذِلَّةٌ- اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ- وَالَّذِيْنَ

www.pathagar.com

كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا- وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ- مَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا- أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- (يونس)

অর্থ : যারা কল্যাণকর কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অনেক কিছু। কালিমা এবং অবমাননা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবেনা। তারা হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরদিন। পক্ষান্তরে যারা কামাই করে এসেছে মন্দকর্ম তাদের প্রতিদান অনুরূপ মন্দ। তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে হীনতা আর অবমাননা। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ থাকবেনা। তাদের মুখমণ্ডল হবে যেনো রাতের অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।" (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ২৬-২৭)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ -

অর্থ : যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে, কিয়ামতের দিন তুমি দেখতে পাবে তাদের চেহারা কালো-মলিন।" (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৬০)

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا- (الملك : ٢٧)

অর্থ : কিয়ামতের দিন যখন বিপদ উপস্থিত দেখবে, তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে।" (সূরা ৬৭ মুল্ক : আয়াত ২৭)

তাই দুনিয়ার জীবনে সেই ধরনের সা'য়ী করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কর্তব্য, যে সা'য়ী হাশর ময়দানে তাদের মুখমণ্ডলকে করবে আনন্দোজ্জ্বল। আর এমন কার্যক্রম বা সা'য়ী থেকে বিরত থাকাই সবার কর্তব্য, যা বিচারের দিন ঠেলে দেবে ঘোরতর বিপদের মুখে।

● যারা বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টির জন্যে সা'য়ী করে

আল্লাহদ্রোহী অহংকারী লোকেরা যখন ক্ষমতা লাভ করে, তখন তাদের দম্ভ ও অহংকার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়। তারা মানব বংশ এবং মানুষের জীবিকার উপাদানসমূহ ধ্বংস করতে থাকে। অথচ এরা কথা বলার সময় খুব চমৎকার কথা বলে, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কথা বলে, মানুষ তাদের কথায় আকৃষ্ট হয়। কিন্তু মূলত তারাই ভীষণ কলহপ্রিয়। আল্লাহকে ভয় করে চলতে বললে তাদের ইয্যতে আঘাত লাগে। তারা শান শওকতের সাথে পাপাচার করে বেড়ায়। এসব অহংকারী ক্ষমতাধরদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ

www.pathagar.com

عَلٰى مَافِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ- وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ- وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ- وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ - فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ - وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ- (البقرة : ٢٠٤-٢٠٦)

অর্থ : মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে, যার কথাবার্তা খুব চমৎকার মনে হয়। নিজের সদিচ্ছার ব্যাপারে সে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী মানে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের নিকৃষ্ট দুশমন। (দ্বিতীয় অর্থ : প্রকৃতপক্ষে, সে ভীষণ কলহপ্রিয়)। সে যখন কর্তৃত্ব লাভ করে (দ্বিতীয় অর্থ : সে [সভায়] এসব কথা বলার পর যখন নিজের কর্তৃত্বে ফিরে যায়), তখন সে তার সমস্ত সা'য়ী নিয়োজিত করে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির কাজে এবং শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করার কাজে। অথচ আল্লাহ (-যাঁকে সে নিজের সদিচ্ছার সাক্ষী মেনেছিল) অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেননা। আর যখন তাকে বলা হয় – 'আল্লাহকে ভয় করো' – তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং তার (পুরস্কারের) জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট, যা অতি নিকৃষ্ট আবাস।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০৪-২০৬)

এখানে সেসব লোকদের সা'য়ীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মানবতার দুশমন। তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে :

১. তারা খুব সুন্দর সুন্দর ও চমৎকার কথা বলে।
২. তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলে – আমরা সদিচ্ছা পোষণ করি।
৩. অথচ তারা ভীষণ কলহপ্রিয় এবং শত্রুতাই তাদের লক্ষ্য।
৪. তারা অন্যদের সংগে সভায় যোগ দিলে এসব সুন্দর সুন্দর কথা বলে।
৫. কিন্তু তারা যখন কর্তৃত্ব লাভ করে কিংবা নিজের কর্তৃত্বে ফিরে যায়, তখন বিশ্বে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়।
৬. এরা নিজেদের কর্তৃত্বের জন্যে মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।
৭. এরা অবলীলাক্রমে মানুষ হত্যা করে।
৮. এরা মানুষের জীবিকা ধ্বংস করে এবং খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে।
৯. আল্লাহকে ভয় করতে বললে এদের ইয্যতে আঘাত লাগে।
১০. ন্যায়নীতি অবলম্বন করতে বললে এরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে ঔদ্ধত্যের সাথে অগ্রসর হয়।

- ফলে তাদের এসব সা'য়ী তাদেরকে নিকৃষ্ট আবাস জাহান্নামে নিয়েই ছাড়ে।

● অশান্তি সৃষ্টির জন্যে সা'য়ী করার রাষ্ট্রীয় দণ্ড

পৃথিবী যদি মুমিনদের কর্তৃত্বে আসে, কিংবা পৃথিবীর কোনো ভূ-খণ্ডে যদি

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র ও কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির জন্যে যারা সা'য়ী করবে, তাদের জন্যে আল্লাহ্র নির্ধারিত আইনগত শাস্তি হলো :

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ - ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (المائده : ٣٣-٣٤)

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর ভূ-খণ্ডে (দেশে) বিপর্যয়-বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টির সা'য়ী করে, তাদের এই অপরাধের শাস্তি হলো : হয় তাদেরকে হত্যা করা হবে, নয়তো শুলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, নতুবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটা হলো তাদের জন্যে দুনিয়াবি অপমান ও লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে এর চাইতেও বড় শাস্তি। তবে তোমাদের হাতে (অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক) ধরা পড়ার আগেই যারা অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে, তাদের উপর এ শাস্তি প্রয়োগ হবেনা। জেনে রাখো, আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল দয়াময়।" (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩৩-৩৪)

● ইহুদিরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির সা'য়ীতে লিপ্ত

সব জাতি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই সমাজে রাষ্ট্রে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোক রয়েছে। কিন্তু ইহুদিরা সম্প্রদায়গতভাবেই মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী। অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি তাদের মজ্জাগত বিষয়। তারা বিশ্বব্যাপী সুদী কারবারের জাল বিস্তার করে রেখেছে। আর তাদের অর্থ সম্পদের বিশাল অংশ মানবতার বিরুদ্ধে চক্রান্তে বিনিয়োগ করা হয়। কুরআন বলে :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ - غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ - وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا - وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ - كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا - وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ - (المائده : ٦٤)

অর্থ : ইহুদিরা বলে : আল্লাহ্র হাত বাঁধা (tied up)। অথচ তাদের এই (মিথ্যা-কল্পিত) কথার জন্যে বরং তারাই বাঁধা পড়ে আছে এবং অভিশাপে

www.pathagar.com

নিমজ্জিত হয়ে আছে। মূলত আল্লাহ্‌র হাতই দরাজ-বিশাল সম্প্রসারিত, যেভাবে চান তিনি দান করে যান। তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে যে কালাম নাযিল করা হয়েছে, সেটাই তাদের অনেকের বিদ্রোহ ও হঠকারিতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের অন্তরে স্থায়ী শত্রুতা আর বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতোবারই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, ততোবারই আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দিয়েছেন। তারা বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টির জন্যে সা'য়ী করে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেননা।" (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৬৪)

● যারা আল্লাহ্‌র আয়াতের বিরুদ্ধে সা'য়ী করে

যারা আল্লাহ্‌র আয়াতের বিরুদ্ধে সা'য়ী করে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক ও নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতের বিরুদ্ধে সা'য়ী করে, তাদের অশুভ পরিণতির কথা কুরআন মজিদে তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِى اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ –

অর্থ : যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ-ব্যাহত করার সা'য়ী করে তারা হবে জাহীমের অধিবাসী।" (সূরা ২২ আল হজ্জ : আয়াত ৫১)

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِى اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٍ – (سبا : ٥)

অর্থ : যারাই আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার সা'য়ীতে লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ৫)

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِى اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ – (سبا : ٣٨)

অর্থ : যারা আমার আয়াত কে ব্যর্থ (frustrate) করার সা'য়ী (strive) করে, শাস্তি তাদের ভোগ করতেই হবে।" (সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ৩৮)

এই তিনটি আয়াতেই 'আল্লাহ্‌র আয়াতকে ব্যর্থ করার সা'য়ী'-র কথা বলা হয়েছে। ফলে (১) 'আল্লাহ্‌র আয়াত' বলতে এখানে কী বুঝানো হয়েছে এবং (২) আয়াতকে ব্যর্থ করার সা'য়ী বলতে কী বুঝানো হয়েছে – এ দু'টি জিনিস ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

১. 'আল্লাহর আয়াত' বলতে বুঝানো হয়েছে :
   ক. আল্লাহর বাণী আল কুরআনকে,
   খ. কুরআনের মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহর দীনকে এবং
   গ. আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় প্রমাণ ও নিদর্শনাদিকে।

www.pathagar.com

২. 'আল্লাহ্‌র আয়াতকে ব্যর্থ করার সা'য়ী করা' মানে –
   ক. আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা প্রমাণিত করার চেষ্টা করা;
   খ. আল্লাহ্‌র আয়াত যেনো মানুষের কাছে না পৌঁছে এবং পৌঁছানো না যায়, সেজন্যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা;
   গ. আল্লাহ্‌র দীনের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা তৎপরতা চালানো;
   ঘ. মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দেয়া;
   ঙ. কুরআন ও দীনের কাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং তা দাবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা।

আল্লাহ্‌র আয়াতের বিরুদ্ধে যারা এ ধরনের তৎপরতা চালায়, তাদের পরিণতি হলো –
   ক. আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তাদের রক্ষা নেই।
   খ. জাহান্নাম তাদের জন্যে অবধারিত।
   গ. তাদের শাস্তি হবে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক।

● ব্যর্থতার সা'য়ী সাফল্যের সা'য়ী

হ্যাঁ, বিচারের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীই তার সা'য়ীর উপযুক্ত বিনিময় লাভ করবে। যারা নিজেদের সা'য়ীকে পরিচালিত করেছে ভ্রান্ত পথে, তারা কারা? তারা কী বিনিময় পাবে? পক্ষান্তরে যারা নিজেদের সা'য়ীকে নিয়োজিত করেছে শুদ্ধতার পথে, তারা কারা? কী বিনিময় পাবে তারা নিজেদের সা'য়ীর? দেখুন কী বলে কুরআন :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا - أُولٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا - ذٰلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا - اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً - خَالِدِينَ فِيهَا- لاَيَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً - (الكهف : ١٠٨-١٠٣)

অর্থ: হে মুহাম্মদ, বলো : আমি কি তোমাদের বলবো, নিজেদের কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক (greatast losers) কারা? হ্যাঁ, তারা – যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত সা'য়ী বিপথগামী (অথবা, যাদের সমস্ত সা'য়ী দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই হারিয়ে গেছে), অথচ তারা মনে করে তারা খুব সঠিক ও উত্তম কাজই করছে। এরা হলো সেইসব লোক, যারা তাদের মালিকের

www.pathagar.com

আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত হবার বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ ও নিষ্ফল। কিয়ামতের দিন তাদের (ধারণা প্রসূত উত্তম কাজ) ওজন করারই ব্যবস্থা রাখবোনা। তারা প্রতিফল লাভ করবে জাহান্নাম। কারণ, তারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছে আর আমার আয়াত এবং রসূলদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে আর আমলে সালেহ (শুদ্ধ, সংস্কারমূলক ও সংশোধনের কাজ) করেছে, তাদের আপ্যায়নের জন্যে থাকবে ফেরদৌসের বাগানসমূহ। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। তাদের মন চাইবেনা কখনো সেখান থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও যেতে।" (সূরা ১৮ আল কাহাফ : ১০৩ - ১০৮)

ক. এখানে প্রথমে সেই সমস্ত লোকদের বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে, যারা দুনিয়াতে প্রাণান্তকর সা'য়ী বা চেষ্টা-সাধনায় নিরত রয়েছে অথচ তাদের এই প্রাণান্তকর সা'য়ী ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে। আর পরকালে নিজেদের সা'য়ীর বিনিময়ে তারা লাভ করবে জাহান্নাম। তাদের সমস্ত সা'য়ী ব্যর্থ হবার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে :

১. তারা তাদের মহান মালিক ও মনিব আল্লাহ তা'আলার আয়াতকে মেনে নেয়নি ;
২. তারা আখিরাতের পুনরুত্থান এবং আল্লাহ্র সম্মুখীন হবার বিষয়টিকেও আমলে আনেনি ;
৩. তারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছে ;
৪. তারা আল্লাহর বাণী ও নিদর্শন সমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও তিরস্কার প্রদর্শনের নীতি অবলম্বন করেছে ;
৫. তারা আল্লাহ্র রসূল ও বার্তাবাহকদের বিদ্রুপ করেছে ;
৬. তাদের সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য ও পরিধি পার্থিব জীবনের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ;
৭. সর্বোপরি তারা তাদের এই ভ্রান্ত সা'য়ীসমূহকে সঠিক সুন্দর বলে ধারণা পোষণ করে।

ফলে, এই সমস্ত লোকদের পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

১. তারা তাদের আমলের দিক থেকে সবচে' ক্ষতিগ্রস্ত (greatest loser)।
২. তারা নিজেদের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত।
৩. তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ ও নিষ্ফল।
৪. কিয়ামাতের দিন তাদের আমল ওজন করার দরকার পড়বেনা।
৫. বিনা হিসেবেই তারা সবচে' ভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত বলে প্রমাণিত হবে।
৬. তারা তাদের তথাকথিত সঠিক আমল আর সুন্দর কাজের বিনিময় ও প্রতিদান হিসেবে লাভ করবে জাহান্নাম-প্রজ্জ্বলিত আগুন।

খ. এখানে এই ব্যর্থ সা'য়ীর লোকদের বিপরীত আরেকদল লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সা'য়ী সফল, সুফলদায়ক এবং শুভ পরিণতির অধিকারী।

www.pathagar.com

তাদের সা'য়ীকে দু'টি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

১. ঈমান এবং
২. আমলে সালেহ।

ঈমানের পরিচয় মুমিনদের কাছে এতোই স্পষ্ট যে, তা এখানে আর আলোচনার প্রয়োজন রাখেনা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো 'আমলে সালেহ'।

'আমল' মানে ব্যক্তির কর্ম, প্রচেষ্টাসমূহ (Deeds, Efforts, Endeavour)

আর 'সালেহ' ও 'সালেহাত' মানে – উত্তম, সঠিক, শুদ্ধ, সংশোধনমূলক, সংস্কারধর্মী, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদিত এবং উদার ও উন্নত।

ফলে 'আমলে সালেহ' মানে – সেইসব কাজ প্রচেষ্টা ও চেষ্টা-সাধনা, যা প্রকৃতই উত্তম, সঠিক, শুদ্ধ, সংশোধনমূলক, সংস্কারধর্মী, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদিত এবং উদার ও উন্নত।

অপরদিকে এখানে 'আমলে সালেহ'-কে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমলে সালেহ্র ভিত্তি হতে হবে ঈমান। সেজন্যেই বলা হয়েছে – 'যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে।' এই ঈমান ও আমলে সালেহ্-ই হচ্ছে তাদের সা'য়ী।

এসব লোক তাদের সা'য়ীর প্রতিফল ও প্রতিদান হিসেবে পাবে :

১. ফেরদৌসের উদ্যানসমূহ।
২. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মেহেমানদারি।
৩. চিরস্থায়ী উপভোগ ব্যবস্থা।
৪. আল্লাহ্র আপ্যায়নের প্রতি চির আকর্ষণ।

● আমলে সালেহ্র সা'য়ী কখনো বিফলে যায়না

অসীম করুণাময় ও পরম অনুকম্পাশীল প্রভু আল্লাহ তা'আলা মানুষের কোনো উত্তম সা'য়ীই নিষ্ফল করে দেননা। বরং প্রতিটি উত্তম সা'য়ীই লিখে রাখেন এবং তার জন্যে উত্তম প্রতিফল প্রদান করেন। তিনি বলেন :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ –
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ – (الانبياء : ٩٤)

অর্থ : অতএব যে ব্যক্তিই মুমিন অবস্থায় 'আমলে সালেহ' করবে, তার সা'য়ী বিফলে যাবেনা। আমি অবশ্যি (তার সা'য়ী) তার জন্যে লিখে রাখি।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৯৪)

এই আয়াতে মুমিন ব্যক্তির 'আমলে সালেহ্কে' তার সা'য়ী বলা হয়েছে। 'আমলে সালেহ' মানে কী?

www.pathagar.com

আসলে 'আমলে সালেহ' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। عَمَلٌ (আমল) মানতো – মানুষের কাজ, কর্ম তৎপরতা, কার্যক্রম (deeds, actions, activities)।

আর صَالِحٌ (সালেহ্) শব্দটি গঠিত হয়েছে মূল শব্দ صلح থেকে। এই صلح মূল শব্দ থেকে ৪টি শব্দ গঠিত হয়। সেগুলো হলো :

ক. اِصْلَاحٌ (ইস্লাহ)। এর অর্থ – শুদ্ধ করা, সংস্কার করা, সংশোধন করা।

খ. صَلَاحٌ (সলাহ)। এর অর্থ – উপদেশ নেয়া, পরামর্শ করা, নির্বাচন।

গ. صَلَاحِيَّةٌ (সিলাহিয়্যাত)। এর অর্থ – যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, সক্ষমতা, গ্রহণ, সামর্থ। ভদ্রতা, সৌজন্য, কল্যাণ, পবিত্রতা।

ঘ. صُلْحٌ (সুলহুন)। এর অর্থ – মধ্যপন্থা, সংযমশীলতা, মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, সন্ধি, শান্তি, পুনর্মিলন ।

সুতরাং 'আমলে সালেহ' কথাটির অর্থ হলো :

- শুদ্ধতা অর্জন করা এবং পরিশুদ্ধির কাজ করা।
- সংস্কারের কাজ করা।
- সংশোধনের কাজ করা।
- উপদেশ নিয়ে কাজ করা।
- পরামর্শ করে কাজ করা।
- নির্বাচন করা।
- যোগ্যতার সাথে কাজ করা।
- দক্ষতার সাথে কাজ করা।
- কাজের সক্ষমতা অর্জন করা।
- ধারণ ক্ষমতা অর্জন করা।
- সকল কাজে ভদ্রতা ও সৌজন্য বজায় রাখা।
- পবিত্রতা অর্জন করা এবং সকল কাজে পবিত্রতা বজায় রাখা।
- সকল কাজে ও কর্মতৎপরতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।
- মধ্যপন্থী হওয়া।
- সংযমশীল ও শান্তিকামী হওয়া।
- কাজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
- পুণর্মিলনের তৎপরতা চালানো।
- সন্ধি স্থাপন করা।

এগুলো হলো 'আমলে সালেহ্র' অর্থ। صَالِحٌ যখন বহুবচনে صَالِحَاتٌ রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন উপরোক্ত সবগুলো অর্থই এর মধ্যে নিহিত থাকে।

এখন আমরা যে আয়াতটির ব্যাখ্যায় এ আলোচনা করছি,তাতে صَالِحَاتٌ শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে 'আমলে সালেহ্' দ্বারা আমরা উপরোক্ত

www.pathagar.com

সবগুলো অর্থই বুঝবো। তাই এ আয়াতের মূল বক্তব্য হলো – উপরোক্ত সবগুলো অর্থে যারা 'আমলে সালেহ্' করে, তাদের এই আমল নিষ্ফলে যাবেনা। তারা অবশ্যি এর জন্যে পুরস্কৃত হবে।

তবে আমলে সালেহ্র এই ফল ও পুরস্কার লাভের জন্যে একটি শর্তারোপ করা হয়েছে। সেই শর্তটি পূরণ করা ছাড়া এই ফল ও পুরস্কার লাভ করা যাবেনা। শর্তটি হলো – 'ঈমান'। অর্থাৎ ঈমানের সাথে বা মুমিন অবস্থায় এইসব 'আমলে সালেহ' করার জন্যে সা'য়ী করা হলেই তবে শুভ প্রতিফল, প্রতিদান ও পুরস্কার লাভ করা যাবে। এই কথাটি কুরআন মজিদে আরো বহু জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন :

وَبَشِّرُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٌ ...

অর্থ : সুসংবাদ দাও সেইসব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে – অবশ্যি তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত...।" (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২৫)

এই কথাটি কুরআন মজিদে ৬২ বার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর কয়েকটি সূত্র হলো : আল বাকারা : ২৫, ৮২, ২৭৭। আলে ইমরান : ৫৭। আন নিসা : ৩৪, ৫৭, ১২২, ১২৪, ১৭৩। আল মায়িদা : ৯, ৯৩। আ'রাফ : ৪২। ইউনুস : ৪, ৯। হুদ : ১১, ২৩। রা'দ : ২৯। ইব্রাহীম : ২৩। বনি ইসরাঈল : ৯। আল কাহাফ : ২, ৩০, ১০৭। মরিয়ম : ৯৬। তোয়াহা : ৭৫, ১১২। হজ্জ : ১৪, ২৩, ৫০, ৫৬। আন নূর : ৫৫। শোয়ারা : ২২৭। আনকাবূত : ৭, ৯, ৫৮। রূম : ১৫, ৪৫।

● আপনার প্রচেষ্টা কোন্ পথে?

কুরআন মজিদে মানুষের সা'য়ী বা প্রচেষ্টাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে মানুষ দুইভাগে বিভক্ত এবং তাদের সা'য়ী বা প্রচেষ্টাও দ্বিমুখী :

فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَاسَعٰى- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى - فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى- وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى- فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى- (النازعات)

অর্থ : অতপর যখন মহাবিপদ ও মহাসংকট (অর্থাৎ প্রতিদান দিবস) এসে উপস্থিত হবে, সেদিন সব মানুষই স্মরণ করবে, সে (দুনিয়াতে) কিসের জন্যে সা'য়ী করেছিল? সেদিন জাহান্নামকে তার পূর্ণ অবয়বে দর্শকদের সামনে হাযির করা হবে। (পৃথিবীতে) যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছিল আর পৃথিবীর জীবনকে (পরকালের জীবনের চাইতে) অগ্রাধিকার দিয়েছিল, এই জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে বলে ভয়

www.pathagar.com

করে চলেছিল, আর নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল নিজের প্রবৃত্তিকে মন্দ কামনা থেকে, জান্নাতই হবে তার আবাস।" (সূরা ৭৯ আন নাযিআ'ত : ৩৪-৪১)

এ আয়াতেগুলোর বক্তব্য বিষয় প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিকেই ভাবিয়ে তোলার কথা। মানুষ দুনিয়াতে তার প্রচেষ্টাকে কোন্ পথে, কী অর্জনের জন্যে নিয়োজিত রাখে, সে ব্যাপারে সে খুব সচেতন নয়। কিন্তু মহাবিপদের দিনটি যখন উপস্থিত হবে, সেদিন সে তার প্রচেষ্টার কথা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করবে। অথচ সেদিনকার সংকট উত্তরণের পথ সে দুনিয়াতেই হাত ছাড়া করে গেছে। এই আয়াতগুলোতে বিচার দিনের ছবি আঁকা হয়েছে এভাবে :

এক : হিসাব-নিকাশ বা বিচারের দিনকে এখানে মহাবিপদ বা মহাসংকটকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেদিনটি হবে এমন এক বিপদ ও সংকটের, যে বিপদ ও সংকট থেকে বাঁচার কোনো উপায় সেদিন আর কারো হাতে থাকবেনা।

দুই : সেদিন জাহান্নামকে তার ভয়াবহ পূর্ণ অবয়বসহ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। ছোঁ মারার জন্যে উদ্যত ফনিনীর মতো জাহান্নামের লেলিহান শিখা তার আগ্রাসী থাবা মেরে যেনো এখনই সবাইকে গ্রাস করে নিয়ে যাবে!

তিন : এসময় মানুষ ভীষণভাবে তার দুনিয়ার সা'য়ীর কথা স্মরণ করবে। বলা হয়েছে :

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَاسَعٰى- (النازعات : ٣٥)

এখানে مَا سَعٰى কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অনুবাদকগণ এ আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে :

আয়াত ৩৫ :

The day when man shall remember what he strove for?

(The Noble Qur'an : King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'an)

আয়াত ৩৫ :

The day when man
Shall remember (all)
That he strove for.

(A. Yusuf Ali : The Holy Qur'an)

অর্থাৎ সেই মহাবিপদের দিন প্রত্যেকেই সাংঘাতিকভাবে স্মরণ করবে, দুনিয়াতে তার প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিলো –

- কোন্ পথে?
- কী উদ্দেশ্যে?
- কী অর্জনের জন্যে?
- কী পাওয়ার সাধনায়?
- কী লাভের আশায়?

www.pathagar.com

مَاسَعٰى-র আরেকটি অর্থ হলো – প্রত্যেকেই স্মরণ করবে সে কী প্রচেষ্টা ও কী কৃতকর্ম নিয়ে উপস্থিত হয়েছে?

مَاسَعٰى-র আরেকটি অর্থ হলো– কতটুকু চেষ্টা করেছে? অর্থাৎ প্রত্যেকেই তখন স্মরণ করবে, এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সে দুনিয়ার জীবনে কতটুকু চেষ্টা করেছে, কী চেষ্টা-সাধানা করেছে?

চার : অতপর দু'টিমাত্র কাজকে জাহান্নামে আবাস তৈরির সা'য়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

১. আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহ,

২. পরকালের পুরস্কার অর্জন আর সেদিনের মহাবিপদ থেকে মুক্তি লাভের চাইতে দুনিয়া অর্জনকে অগ্রাধিকার প্রদান।

যেসব কাজ মানুষকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে সেগুলোর মূল ভিত্তিই হলো এই দু'টি কাজ।

পাঁচ : এরপর পরকালের মহাবিপদ থেকে মুক্তির পথ বলে দেয়া হয়েছে। এখানেও দু'টি কাজকে মুক্তির মূল কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

১. দুনিয়ার কৃতকর্মের (সা'য়ীর) জন্যে মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহীর জন্যে উপস্থিত হতে হবে – এই ভয় করে দুনিয়ায় জীবন-যাপন করা।

২. নিজ প্রবৃত্তিকে পার্থিব লোভ লালসা ও কামনা বাসনা থেকে নিয়ন্ত্রিত রাখা।

- সমস্ত ভালো কাজেরই মূল উৎস এই দু'টি কাজ।

আসুন, এবার আমরা ভেবে দেখি, আমাদের কার প্রচেষ্টা কোন্ পথে? আমার প্রচেষ্টা কোন্ পথে? আপনার প্রচেষ্টা কোন্ পথে? পরকালের মুক্তির পথে? নাকি সেদিনকার মহাবিপদ ঘাড়ে তুলে নেবার পথে?

❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

২

আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?

● কারো লক্ষ্য দুনিয়া কারো আখিরাত

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই তার এই পার্থিব জীবনে সাধ্যমতো সা'য়ী করে যাচ্ছে, চালিয়ে যাচ্ছে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! আর কোনো না কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই প্রত্যেক ব্যক্তি চালিয়ে যাচ্ছে তার সা'য়ী, তার প্রচেষ্টা।

কারো সা'য়ীর লক্ষ্য এই দুনিয়া। পার্থিব বা বৈষয়িক ফল অর্জনই হয়ে থাকে তার সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য। সে সবকিছু নগদ বা এই দুনিয়ার জীবনেই পেতে চায়।

এই ধরনের লোকদের প্রচেষ্টার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ - ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ - يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا . (الاسراء : ١٨)

অর্থ : যারা নগদ বা আশু লাভ করাকেই অর্থাৎ (পার্থিব জীবনের প্রাপ্তিকেই) জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়, তাদের যাকে যা দিতে চাই আমি এই পার্থিব জীবনেই দিয়ে দিই। অতপর (আখিরাতে) তাদের জন্যে লিখে রাখি জাহান্নাম। সেখানে তারা পুড়ে দগ্ধ হতে থাকবে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ১৮)

পক্ষান্তরে আরেকদল লোক আছেন। তাঁরা নিজেদের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্রাম-সাধনা ও দৌড়-ধোপের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছেন আখিরাতকে। আখিরাতের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় তাদের সমস্ত সা'য়ী। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ আর জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবার অনির্বাণ স্বপ্নসাধকে ঘিরেই চলতে থাকে তাদের জীবনের সমস্ত সা'য়ী, প্রাণান্তকর সাধনা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا- (الاسراء : ١٩)

অর্থ : আর যে এরাদা করলো (জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিলো) আখিরাত (-এর

www.pathagar.com

সাফল্য অর্জনকে) এবং সা'য়ী করলো এর (এই লক্ষ্য অর্জনের) জন্যে যথপোযুক্ত সা'য়ী- এমতাবস্থায় যে সে একজন (সত্যিকার) মুমিন, তবে এ ধরনের লোকদের সা'য়ী অবশ্য অবশ্যি প্রশংসা ও মূল্যাধিক্যের মাধ্যমে গৃহীত হবে। (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ১৯)

১. আয়াত দুটির গুরুত্ব

সূরা বনি ইসরাঈলের ১৮ ও ১৯ এই দু'টি আয়াত মানব জীবনের জন্যে অন্য সকল কিছুর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াত দু'টি মানব জীবনের নীতি নির্ধারণী আয়াত। জীবন যাপনের জন্যে সে কোন্ পথ অবলম্বন করবে – সে সংক্রান্ত এক সুস্পষ্ট নির্দেশিকা। সে কি তার জীবনকে দুনিয়া অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করবে, নাকি পরকালীন সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টায়? –এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আয়াত এ দুটি।

এখানে মানব জীবনের বিপরীতধর্মী দু'টি লক্ষ্য-পথের কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

١. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ.

১. যারা এরাদা করে (জীবন-লক্ষ্য বানায়) দ্রুত, নগদ বা আশু (অর্জন) কে।'

٢. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ.

২. আর যারা এরাদা করে (জীবন-লক্ষ্য বানায়) আখিরাত (-এর সাফল্য অর্জন)-কে।'

এখানে প্রথমোক্ত আয়াতে عَاجِلَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাংলা অর্থ – নগদ, দ্রুত বা আশু অর্জন করা। এই عَاجِلَةٌ থেকেই এসেছে مُعَجَّلٌ শব্দ।

بَيْعٌ مُعَجَّلٌ মানে– নগদ বেচা কেনা, নগদ ব্যবসা।

مَهْرٌ مُعَجَّلٌ মানে– নগদ মোহর, আশু পরিশোধ যোগ্য মোহর।

কুরআনের অন্যতম মৌলিক পরিভাষা اٰخِرَةٌ (পরকালীন জীবন)-এর বিপরীতে যখন عَاجِلَةٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয়– 'পার্থিব জীবন' বা 'দুনিয়ার জীবন'।

এখানে দুই ধরনের এবং দুই দল লোকের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে :

১. এক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য পার্থিব জীবন বা দুনিয়ার জীবন।
২. অপর দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য আখিরাত বা পরকালের জীবন।

২. মানুষের দুই জীবন

মানুষের মহান স্রষ্টা মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অকাট্য সূত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের এই পার্থিব জীবনই তার চূড়ান্ত জীবন নয়, বরং এখানকার দৈহিক মৃত্যুর পর তাকে পুনরুত্থিত করা হবে। তখন সূচিত

www.pathagar.com

হবে তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের নামই আখিরাত। মানুষের এই অধ্যায়ের জীবন হবে মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন। মানুষের আখিরাতের জীবন 'চিরন্তন জীবন'।

রসূলুল্লাহ সা. জানিয়ে গেছেন :

- এই পৃথিবীর জীবনে মানুষ হলো পথিক। তার গন্তব্য (Destination) আখিরাত। দৈহিক মৃত্যুর মাধ্যমে সে আখিরাতের জীবনে পদার্পণ করে।
- দীর্ঘ পথের পথিক যেমন কোনো বৃক্ষ ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করে, তেমনি এই পৃথিবীর জীবনটাও মানুষের জন্যে একটি পরিবৃত্তিকাল (Transition Period) মাত্র।
- মহা সমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা পানি যেমন অতি তুচ্ছ, নগণ্য এবং নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, ঠিক তেমনি আখিরাতের তুলনায় মানুষের দুনিয়ার জীবনটা একেবারেই তুচ্ছ, নগণ্য এবং নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

৩. মানুষের আশু লাভের প্রবণতা

দ্রুত ফল লাভের প্রবণতা মানুষের মজ্জাগত ও অন্তরগত ব্যাপার। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা দিয়ে দেয়া হয়েছে :

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. (الانبياء : ٣٧)

অর্থ: মানুষকে দ্রুততা প্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৩৭)

এর ফলে মানুষ তার প্রকৃত ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ও কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার না করেই 'নগদ যা পাও দু'হাত ভরে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক্'– এই বস্তুবাদী নীতি গ্রহণ করেছে।

এর ফলেই মানুষ আখিরাতের অনন্ত জীবনের ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ও কল্যাণ-অকল্যাণের কথা কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ ও তোয়াক্কা না করে সমস্ত কিছু চূড়ান্তভাবে এই পার্থিব জীবনে অর্জন করাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নেয়।

এ হচ্ছে একদল মানুষের কথা। এরা নিজেদের এই দ্রুত ফল লাভের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً.

অর্থ : মানুষ সেরকমভাবে অকল্যাণকে ডাকে, যেভাবে ডাকা উচিত কল্যাণকে। আসলে মানুষ বড়ই তাড়াহুড়া প্রবণ।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত ১১)

كَلاَّ بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ. (القيامة : ٢١-٢٠)

অর্থ : কখনো নয়, বরং আসল কথা হলো, দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই (অর্থাৎ- পার্থিব জীবনকেই) তোমরা ভালোবাসো, পক্ষান্তরে ভুলে থাকো আখিরাতের জীবনকে।' (সূরা ৭৫ আল কিয়ামাহ্ : আয়াত ২০-২১)

www.pathagar.com

إنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. (الدهر : ٢٧)

অর্থ : এসব লোক দ্রুত অর্জন করা যায় এমন জিনিসকেই (অর্থাৎ দুনিয়াকেই) ভালোবাসে। পক্ষান্তরে উপেক্ষা করে সেই কঠিন ভয়াবহ ভারী দিনকে - যা পরে আসবে অর্থাৎ- আখিরাতকে।" (সূরা ৭৬ আদদাহার : আয়াত ২৭)

৪. দুনিয়া পূজারীদের জন্যে আল্লাহ্‌র সতর্ক বাণী

এইসব দুনিয়া পূজারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِيْ الْاٰخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ. (الشورى : ٢٠)

অর্থ : যে ব্যক্তি দুনিয়া (অর্জন)-কে নিজের লক্ষ্য বানিয়ে নিলো, দুনিয়ার কিছু অংশ তাকে আমি দেবো বটে; কিন্তু পরকালের কোনো অংশই (পাওনাই) তার নেই।" (সূরা ৪২ আশ শূরা : আয়াত ২০)

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِيْ الدُّنْيَا- وَمَالَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ . (البقرة : ٢٠٠)

অর্থ : একদল মানুষ বলে (কামনা করে) : হে প্রভু! আমাদেরকে (যা দেয়ার) পার্থিব জীবনেই দিয়ে দাও।' -(হ্যাঁ পার্থিব জীবনে আমি এদের কিছু দেবো, কিন্তু) আখিরাতে এদের কোনো অংশ (পাওনা) নেই।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০০)

وَقَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُوْنَ. (القصص : ٧٩)

অর্থ : যারা দুনিয়া অর্জনকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিল, তারা আফসোস করে বলেছিল : হায়, কারূণ যা লাভ করেছে, আমরাও যদি তা পেতাম!" (সূরা ২৮ আল কাসাস ঃ আয়াত ৭৯)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ. (التوبة : ٣٨)

অর্থ : তোমরা কি আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো? অথচ দুনিয়ার সামগ্রী আখিরাতে একেবারেই তুচ্ছ বলে প্রমাণিত হবে।' (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৩৮)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

অর্থ : যারা শুধু দুনিয়ার পুরস্কারের (দুনিয়া অর্জনের) প্রত্যাশী তাদের জেনে রাখা

www.pathagar.com

উচিত, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ের পুরস্কারই রয়েছে।" (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৩৪)

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ. (الانفال : ٦٧)

অর্থ : তোমরা অর্জন করতে চাও দুনিয়ার স্বার্থ-সামগ্রী, অথচ (তোমাদেরকে) আল্লাহ দিতে চান আখিরাত (-এর সামগ্রী)।" (সূরা ৮ আল আনফাল : আয়াত ৬৭)

وَالَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَائَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ- أُولٰئِكَ مَأْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ . (يونس : ٨-٧)

অর্থ : যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করেনা, বরং পার্থিব জীবনের উপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে আর যারা আমার আয়াতকে উপেক্ষা করে চলে, এদের শেষ আবাস হবে জাহান্নাম– তাদের (পার্থিব ভ্রান্ত) কামাইর বিনিময়ে।" (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৭-৮)

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا- ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. (٣٠-٢٩)

অর্থ : যারা আমার যিক্‌র (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং পার্থিব জীবন ছাড়া যাদের আর কোনো কাম্য নেই, তাদের উপেক্ষা করে চলো। (কারণ,) তাদের জ্ঞানের দৌড় এতোটুকুই (দুনিয়া পর্যন্তই সীমিত)।" (সূরা ৫৩ আন নাজম : আয়াত ২৯-৩০)

৫. বিচক্ষণ মানুষ

এই দ্রুততা প্রবণ লোকদের বিপরীতে রয়েছে আরেক দল লোক– যারা দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। দ্রুত পেলো কি পেলোনা, নগদ পেয়েছে কি পায় নাই, পার্থিব জীবনে কী অর্জন করেছে আর কী করে নাই– এগুলো তাদের কাছে আসল বিবেচ্য বিষয় নয়।

পৃথিবীর এই অতি তুচ্ছ, নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী জীবন নয়, বরং আখিরাতের অনন্তকালীন জীবনের সাফল্যই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। পার্থিব জীবনের কোনো অকল্যাণ, অমঙ্গল, দু:খ-দুর্দশা, কিংবা ব্যর্থতাই তাদেরকে তাদের এ পরম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনা। পার্থিব জীবনের কোনো লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা কিংবা তাৎক্ষণিক সাফল্যের হাতছানিই তাদেরকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনা তাদের কাংখিত এই পরকালীন সাফল্যের পথ থেকে।

এরা হলো দুনিয়া প্রার্থীদের সম্পূর্ণ বিপরীত একদল বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ। এরা আশু লাভের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েনা। এদের লক্ষ্য সুদূর প্রসারী– অনন্ত জীবনের সাফল্য।

www.pathagar.com

ওরা দুনিয়া পূজারী। দুনিয়া অর্জনই ওদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পক্ষান্তরে এরা আল্লাহ্‌র দাস। আখিরাতের সাফল্যই এদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই দুই ধরনের লোক সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :

مِنْكُم مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ.

অর্থ : তোমাদের কিছু লোক দুনিয়া প্রত্যাশী, আর কিছু লোকের লক্ষ্য আখিরাত।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৫২)

৬. আখিরাতের সাফল্যের জন্যে শুধু ইচ্ছা-বাসনাই যথেষ্ট নয়

এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে যারা আখিরাতের সাফল্য চান, আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে বাঁচতে চান, জাহান্নাম থেকে নাজাত চান এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চান, তারা আবার সাফল্য অর্জনের কার্যক্রমের দিক থেকে তিন ভাগে বিভক্ত :

ক. নিষ্ক্রীয় গাফিল অভিলাষী।

খ. ভুল পথ অবলম্বনকারী।

গ. যথপোযুক্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণকারী।

এই তিন দল লোকই কী আখিরাতের সাফল্য অর্জন করবে? না, তা করবেনা। বরং এই তিন দলের মধ্যে কেবল একদল লোকই আখিরাতের সাফল্য অর্জন করবে। কোন্‌টি সে দল? হ্যাঁ, তাদের সম্পর্কেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে আমাদের আলোচ্য আয়াতে :

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا. (الاسراء : ١٩)

অর্থ : আর যে এরাদা করলো (জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিলো) আখিরাত (-এর সাফল্যকে) এবং সা'য়ী করলো এর জন্যে এর যথপোযুক্ত সা'য়ী, এমতাবস্থায় যে সে একজন মুমিন, তবে এ ধরনের লোকদের সা'য়ী প্রশংসা ও মূল্যাধিক্যের মাধ্যমে গৃহীত হবে। (১৭ : ১৯)

English Translation : And whoever desires the Hereafter (Akherat) and strives for it, with the necessary effort due for it while he is a believer- then such are the ones whose striving shall be appreciated. (17 : 19)

যারা পরকালের সাফল্য অর্জনের ইচ্ছা-বাসনা পোষণ করে এবং পরকালের সাফল্য অর্জনের এরাদা করে, এ আয়াতে তাদের পরকালীন সাফল্য অর্জনের জন্যে চারটি শর্তারোপ করা হয়েছে :

১. وَسَعٰى - and strives- প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করে।

২. لَهَا - for it- এই এরাদা, ইচ্ছা বাসনা ও এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে।

www.pathagar.com

৩. سَعْيَهَا - necessary effort due for it- যথপোযুক্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা।

৪. وَهُوَ مُؤْمِنٌ - while he is a believer- মুমিন অবস্থায়।

যারা পরকালীন সাফল্যের ইচ্ছা বাসনা পোষণ করেন, সেই মহান সাফল্য অর্জনের জন্যে তাদেরকে অবশ্যি এ চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে :

১. তাকে নিষ্ক্রীয় থাকলে চলবেনা, সা'য়ী করতে হবে।

২. তার সা'য়ী- চেষ্টা সাধনা কেবল ঐ লক্ষ্য হাসিলের জন্যে নিবেদিত থাকতে হবে।

৩. সা'য়ী করলেই চলবেনা, সা'য়ী যথপোযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ :

ক. সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতিতে হতে হবে।

খ. যে পর্যায়ের সা'য়ী করলে আখিরাতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব, সে পর্যায়ের সা'য়ী করতে হবে।

৪. বে-ঈমানের সা'য়ী কবুল হবেনা, তাকে অবশ্যি মুমিন হতে হবে।

আখিরাতের সাফল্যকে জীবন-লক্ষ্য বানাবার সাথে সাথে আপনি যদি এই চারটি শর্ত পূরণ করেন, তবে আপনার জন্যে এবং আপনার অনুরূপ সকল পুরুষ ও মহিলার জন্যে পরম দয়ালু অতীব অনুকম্পাশীল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা হলো : فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

- এসব নারী পুরুষের সা'য়ী তাঁর দরবারে প্রশংসার সাথে এবং অধিক মূল্য প্রদানের মাধ্যমে গৃহীত হবে।'

আর আল্লাহর দরবারে কোনো ব্যক্তির সা'য়ী প্রশংসিত ও অধিক মূল্য লাভের অধিকারী হওয়া মানেই তার –

১. মৃত্যুর সময়ই জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া।
২. বরযখ জীবনে সম্মানিত স্থান (ইল্লীন) লাভ করা।
৩. হাশর ময়দানে চিন্তামুক্ত থাকা।
৪. ডান হাতে আমলনামা লাভ করা।
৫. করুণাময় আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করা।
৬. সহজ হিসাবে সাফল্য অর্জন।
৭. জাহান্নাম থেকে মুক্তি।
৮. জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন।
৯. মিছিল সহকারে জান্নাতে যাওয়া।
১০. জান্নাতে সীমাহীন অফুরন্ত পুরস্কার লাভ।
১১. চিরকালের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

তাই আসুন, আমরা সা'য়ী করি আখিরাতের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে যথপোযুক্ত সা'য়ী!

www.pathagar.com

● জান্নাত মাগফিরাত ও মহাসম্মান লাভের সা'য়ী

দীন ইসলামের কাজ মৌলিকভাবে দু'টি স্তরে বিভক্ত। সেগুলো হলো :

১. ব্যক্তিগত এবং

২. সমাজগত বা সমষ্টিগত।

নিজে আল্লাহ্র হুকুম আহকাম পালন করা, আল্লাহ্র ইবাদত করা, আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা, আল্লাহ্র নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং এই কর্তব্যগুলো আল্লাহ্ ভীতির সাথে পালন করাই হলো দীন ইসলামের ব্যক্তিগত পর্যায়ের কাজ।

আর মানুষকে আল্লাহ্র হুকুম মতো জীবন-যাপন করতে আহ্বান করা, এক আল্লাহ্র দাসত্ব করতে উদ্বুদ্ধ করা, আল্লাহ্র আদেশ পালন করতে বলা, আল্লাহ্র নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকতে বলা, জনপদে আল্লাহর আইন-বিধান চালু করার চেষ্টা সংগ্রাম করা; মানুষকে কুফরি, যুলম, অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র আইন ও রসূলের আদর্শের ভিত্তিতে জীবন-যাপন করার কাজে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করা এবং এসব কাজ করার কারণে যেসব বিপদ মুসিবত আসবে সেগুলো ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করা, সেই সাথে একাজে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকরের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকাই হলো ইসলামের সমাজগত বা সমষ্টিগত কাজ।

একজন মুমিন যখন উভয় ধরনের কাজ করেন, তখনই তিনি ইসলামের পূর্ণাংগ কাজ করেন, মুসলিম হিসেবে অর্জন করেন পূর্ণতা। অর্ধেক বা আংশিক কাজ আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

যারা আল্লাহর নির্দেশিত ব্যক্তিগত পর্যায়ের দায়িত্বসমূহ তো যথাযথভাবে পালন করেনই, সেইসাথে মানুষকে এক আল্লাহর দাস বানাবার উদ্দেশ্য পেরেশানির সাথে তাদেরকে নবীর আদর্শ ও পদাংক অনুসরণের আহ্বান জানাতে থাকেন এবং এজন্যে জীবনের ঝুঁকিসহ সকল প্রকার বিপদ মুসিবত অকাতরে বরণ করে নেন, তারপরও কেবল মানুষের কল্যাণই কামনা করতে থাকেন, এসব লোকদের এই মহোত্তম সা'য়ীর জন্যে আল্লাহ্র কাছে রয়েছে –

ক. জান্নাত।

খ. ক্ষমা।

গ. মহাসম্মান।

এ ধরনেরই এক সম্মানিত ব্যক্তির সা'য়ীর উদাহরণ আল্লাহ তা'আলা উপস্থাপন করেছেন কুরআন মজিদে :

وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى - قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا

১. দ্রষ্টব্য : সূরা আল বাকারা, আয়াত ৮৫।

www.pathagar.com

الْمُرْسَلِيْنَ اتَّبِعُوْا مَنْ لاَّيَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ- وَمَالِىَ لاَاَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ- ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لاَّتُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلاَيُنْقِذُوْنَ- اِنِّىْ اِذًا لَّفِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنَ- قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ- بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ- (يس : ٢٠-٢٧)

অর্থ : নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি সা'য়ী করে এসে বললো : হে আমার জাতির ভায়েরা! তোমরা রসূলদের কথা মেনে নাও - রসূলদের অনুসরণ করো। মেনে নিয়ে অনুসরণ করো (রসূলদের কথা) যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায়না এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে – তাঁর দাসত্ব আমি করবোনা? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যদের হুকুমকর্তা মানবো? দয়াময়-রহমান আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তাদের সুপারিশ তো আমার কোনো কাজেই আসবেনা এবং তাঁর পাকড়াও থেকে তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা। এমনটি করলে তো আমি সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বো। আমি অবশ্যি তোমাদের প্রভু মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তাই তোমরা আমার কথা মেনে নাও! (কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাকে হত্যা করলো) তখন তাকে বলা হলো : প্রবেশ করো জান্নাতে। এসময় সে বললো : হায়, আমার জাতির লোকেরা যদি জানতো – কী কারণে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং মহাসম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!" (সূরা ৩৬ ইয়াসীন : আয়াত ২০-২৭)

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর এক সম্মানিত বান্দার সা'য়ীর উপমা পেশ করেছেন।

এই মহান ব্যক্তির পরিচয় তার নিজ যবানেই তুলে ধরা হয়েছে।

১. তিনি মহান প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন।
২. মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কারো দাসত্ব করাকে তিনি যুক্তিসংগত মনে করেননা।
৩. তিনি তাঁর মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও সার্বভৌমত্বের মালিক বা হুকুমকর্তা মানতে রাজি নন। আল্লাহ ছাড়া আর সবার হুকুম ও আইন-কানুন তিনি অস্বীকার করেন।
৪. তিনি একমাত্র আল্লাহকেই মানুষের কল্যাণ করার এবং ক্ষতি করার মালিক মনে করেন।
৫. আল্লাহ কারো ক্ষতি করতে চাইলে কিংবা কাউকেও পাকড়াও করলে কোনো

www.pathagar.com

পুরোহীত, পীর, দেবতার সুপারিশ, কিংবা কোনো শাসক বা ক্ষমতাধর তার কোনোই উপকার করতে পারবেনা বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

৬. তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করা ও হুকুম পালন করাকে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ও গোমরাহি বলে মনে করেন।

এই মহান ব্যক্তির সা'য়ীকেই আল্লাহ তা'আলা উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি কী কাজের সা'য়ী করেছেন? তার সা'য়ীর বিবরণও আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন।

১. তিনি জাতির লোকদের কল্যাণে উদ্‌গ্রীব ও পেরেশান। তাদেরই কল্যাণের জন্যে তাঁর সা'য়ী।
২. তিনি রসূলদের আদর্শ ও পদাংক অনুসরণের জন্যে তাঁর লোকদের আহ্বান জানান।
৩. তিনি তার জাতিকে বলেন : রসূলরা নি:স্বার্থপর এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত। সুতরাং তাদের অনুসরণ করলেই সঠিক পথ পাবে।
৪. তিনি তার জাতিকে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার আহ্বান জানান, কারণ তিনিই তাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রভু।
৫. তিনি জাতিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন বর্জন করার আহ্বান জানান।
৬. রসূলদের অনুসরণ না করলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে কেউই রক্ষা করতে পারবেনা বলে তিনি তার জাতিকে সতর্ক করে দেন।

কিন্তু সমাজের কায়েমী স্বার্থধারী লোকেরা এই মহান ব্যক্তিকে হত্যা করে। শাহাদাত বরণ করেন তিনি। আর শাহাদাত লাভের পরও জনকল্যাণে তাঁর সা'য়ী স্তব্ধ হয়ে যায়নি। যারা তাঁকে হত্যা করেছে, শাহাদাত লাভের পরও তিনি তাদের কল্যাণ কামনা করেন।

নিহত হবার পর পরই শহীদদের জীবিত করা হয়। তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়, জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং আল্লাহ্‌র মহাসম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জান্নাতে প্রবেশ করে মহামর্যাদা লাভ করার সাথে সাথেই এই ব্যক্তি আবার তার হত্যাকারী লোকদের কল্যাণ কামনায় পেরেশান হয়ে উঠেন। জান্নাত থেকেই তিনি আফসোস করতে থাকেন।

"হায়, আমার জাতির লোকেরা যদি জানতো – কী কারণে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং মহাসম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"

জান্নাতে যাবার পর মানুষ সুখ আর আনন্দে নিমজ্জিত থাকে, এটাই স্বাভাবিক, এটাই কুরআনে বলা হয়েছে। তবে সূরা ইয়াসীনের এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের একটাই আফসোস্ থাকবে, জান্নাতে গিয়ে শহীদদের একটাই দু:খ থাকবে। আর সেটা হলো - দুনিয়াতে যারা তাদের সীমাহীন দু:খ

www.pathagar.com

মুসিবত আর অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত করেছে, এমনকি তাদের জীবন পর্যন্ত নাশ করেছে – তাদের পরকালীন অকল্যাণের আশংকায় তারা ব্যথিত হবেন।

হাদিসে বলা হয়েছে, তারা জান্নাতের সম্ভোগ ছেড়ে আবার পৃথিবীতে আসতে চাইবেন। যারা তাদের কথা শুনে নাই, বরং বিরোধিতা করেছে। অত্যাচার নির্যাতন করেছে, এমনকি তাদের হত্যা করেছে – এইসব লোককে এসে পরকালীন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলবেন –

বলবেন, আল্লাহর হুকুম মতো জীবন-যাপন করলে, রসূলের অনুসরণ করলে পরজীবনে কী সীমাহীন পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে!

এই হলো মহান আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত মহাসম্মানিত ব্যক্তিদের সা'য়ীর স্বরূপ। এই জীবনেও এবং পরজীবনেও সর্বত্র তারা মানুষের কল্যাণকামী।

● আল্লাহর ভয়ে সা'য়ী করুন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. নবুয়্যতের প্রথম যুগে মক্কী জীবনের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রা-এর ফুফাত ভাই। তবে তিনি ছিলেন একজন অন্ধ।

ইসলামের প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামকে ভালোভাবে জানার ও আত্মসংশোধনের ব্যাপারে তাঁর ছিলো সক্রীয় তৎপরতা।

নবুয়্যতের প্রথম দিকে একবার রসূলুল্লাহ সা. কুরাইশ নেতাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠক চলাকালে তাঁর কাছে দৌড়ে আসেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা.। তিনি এসেই রসূলুল্লাহ সা.-কে বলেন : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْشِدْنِىْ- (ترمذى)

অর্থ : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সত্য পথের নির্দেশনা দিন।" (তিরমিযি, হাকিম)

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ- (ابن جرير)

অর্থ : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে যে শিক্ষা দান করেছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দান করুন।" (ইবনে জরির)

এ সময় রসূলুল্লাহ সা. আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রতি কিছুটা বিরক্ত হন। তিনি ভাবেন, যাদের সাথে আমি কথা বলছি, তাদের একজনও যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এই অন্ধ ব্যক্তির তুলনায় ইসলামের অনেক বেশি উপকার হবে। ইবনে উম্মে মাকতুম তো পরেও আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারে। - এই ভেবেই তিনি তার প্রতি কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা সূরা আবাসা নাযিল করেন। তাতে তিনি বলেন :

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى- وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى - اَوْ

www.pathagar.com

يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى- وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكّٰى- وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى- وَهُوَ يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى- (عبس : ١٠-١)

অর্থ : সে ভ্রু-কুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো – তার কাছে অন্ধ লোকটি আসায়। তুমি কি জানো – হয়তো সে শুদ্ধতা অর্জন করবে, কিংবা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং সে উপদেশ তার উপকারে আসবে? অথচ যে পরোয়া করেনা তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো, সে শুদ্ধতার পথ না ধরলে তাতে তোমার কী দায়িত্ব রয়েছে? কিন্তু যে ব্যক্তি সা'য়ী করে তোমার কাছে এলো, সে তো (আল্লাহকে) ভয় করে। অথচ তুমি তাকে উপেক্ষা করলে।" (সূরা ৮০ আবাসা : আয়াত ১ - ১০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. যে উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে সা'য়ী করে এলেন, তা আল্লাহ্র কাছে খুবই পছন্দ। কী উদ্দেশ্যে তিনি সা'য়ী করলেন – তা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তিনি সা'য়ী করেছেন :

১. আল্লাহ্র ভয়ে (আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে)।
২. উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে।
৩. শুদ্ধতা অর্জনের উদ্দেশ্যে।

এই তিনটি উদ্দেশ্য থেকে যারা বিমুখ তাদের পরিবর্তে যারা এই তিনটি উদ্দেশ্যে সা'য়ী করে, তাদের প্রতি মনোযোগী হবার জন্যে এখানে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

যারা দা'য়ী ইলাল্লাহ – মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকেন এখানে তাদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। সে শিক্ষা হলো :

১. যারা উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য থেকেই বিমুখ, দাওয়াতি কাজে তাদের পিছে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

২. যারা ঐ তিনটি বা তার একটি উদ্দেশ্যও পোষণ করে, তাদের নিকট সত্যের আলো ও আহ্বান পৌঁছানোই তাদের দায়িত্ব।

● সা'য়ী করুন সালাতের দিকে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ- ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- (الجمعه : ١٠-٩)

www.pathagar.com

অর্থ : হে ঐ সমস্ত লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো! জুমার দিন যখন সালাতের জন্যে ডাকা (আযান দেয়া) হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে সা'য়ী করো এবং বেচা কেনা স্থগিত রাখো। এ পন্থাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো। অতপর সালাত সমাপ্ত হলে যমীনে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করো এবং বেশি বেশি যিক্‌র করো আল্লাহর – যাতে করে তোমরা সফলকাম (successful) হতে পারো।" (সূরা ৬২ আল জুমু'আ : আয়াত ৯ - ১০)

এ দু'টি আয়াতে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনের জন্যে মুমিনদেরকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সা'য়ী করতে বলা হয়েছে। সে সা'য়ীগুলো হলো :

১. সালাতের আযান দিলে জাগতিক কার্যক্রম স্থগিত রাখা।
২. আযান হয়ে গেলে সালাত আদায়ের জন্যে ছুটে আসা।
৩. সালাত শেষ হলে জীবিকা নির্বাহের কাজে বের হয়ে পড়া।
৪. কার্যক্ষেত্রে আল্লাহর ফিকর (আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের) প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ করা।

মূলত এ চারটি কাজের মাধ্যমে মানুষ ইহকালীন এবং পরকালীন উভয় জগতের সাফল্যই অর্জন করতে পারে।

● সা'য়ীর পরকালীন পুরস্কার, পরকালীন পুরস্কারের সা'য়ী

যাদের দুনিয়ার জীবনের সা'য়ী কবুল করা হবে, তাদের আখিরাতের মৃত্যুহীন অনন্ত জীবনকে সুখে ভরপুর ও চির আনন্দময় করে রাখার জন্যে তাদেরকে যেসব মন মাতানো বিলাস সামগ্রী দেয়া হবে, তার একটি মনোরম ছবি তুলে ধরা হয়েছে সূরা আদ্‌দাহারে (সূরা৭৬)। কী ধরনের সা'য়ীর কারণে তাদেরকে এইসব পুরস্কারে ভূষিত করা হবে, সাথে সাথে তারও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। দেখুন সেই ছবি :

٥. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا–

আয়াত-৫ : সৎ-সত্যপন্থী (কৃতজ্ঞ) লোকেরা (জান্নাতে) এমনসব পানপাত্র থেকে (শরাব) পান করবে, যে পানীয় হবে (সুগন্ধ) কর্পূর মিশ্রিত।

٦. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

আয়াত-৬ : তা হবে এমন একটি ঝর্ণার পানীয়, যা থেকে কেবল আল্লাহর প্রিয় দাসেরাই পান করবে। তারা যেদিকে ইচ্ছে এই ঝর্ণার শাখা প্রশাখা প্রবাহিত করে নেবে।

٧. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا–

আয়াত-৭ : (আল্লাহর এই প্রিয় দাসেরা হবে সেইসব লোক) যারা তাদের

www.pathagar.com

(আল্লাহর) অনুগত হয়ে থাকার অঙ্গীকার (vow) পূর্ণ করে এবং এমন একটি দিনের ভয়ে ভীত-কম্পিত থাকে, যে দিনটির বিপদ ছড়িয়ে থাকবে সবখানে।

٨. وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا-

আয়াত-৮ : আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে (বা, নিজেদের প্রবল আসক্তি থাকা সত্ত্বেও) তারা তাদের খাদ্য দান করে দেয় অভাবী, এতীম আর শৃঙ্খলবদ্ধ লোকদেরকে।

٩. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَاشُكُوْرًا-

আয়াত-৯ : (খাদ্য দান করার সময়) তারা তাদেরকে বলে (কিংবা এই মনোভাব পোষণ করে যে) আমরা তোমাদের আহার্য দান করছি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। এর বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রকার প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা আশা করিনা।

١٠. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا-

আয়াত-১০ : আমরা তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ ভয়ংকর দিনের আশংকায় ভীত।

١١. فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّذَالِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا-

আয়াত-১১ : ফলে, আল্লাহ্ তাদেরকে সেই দিনটির ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন এবং দান করবেন সৌন্দর্যদীপ্তি (a light of beauty) আর আনন্দ প্রফুল্লতা (and joy)।

١٢. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا-

আয়াত-১২ : তাছাড়া তাদের সবরের বিনিময়ে তিনি তাদের প্রতিদান দেবেন জান্নাত আর রেশমী পোশাক (silken garments)।

١٣. مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَازَمْهَرِيْرًا -

আয়াত-১৩ : সেখানে তারা সমাসীন হবে উঁচু উঁচু সুসজ্জিত আসনে। সূর্যতাপ কিংবা শীতের প্রকোপে সেখানে তারা কষ্ট পাবেনা।

١٤. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا-

আয়াত-১৪ : তাদের উপর বিস্তীর্ণ থাকবে জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া, আর তার ফলরাজি থাকবে সবসময়ই তাদের নাগালের মধ্যে।

١٥. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرًا-

আয়াত-১৫ : তাদের মাঝে (খাবার ও পানীয়) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র আর স্ফটিক-স্বচ্ছ পান পাত্রে ---।

www.pathagar.com

١٦. قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا-

আয়াত-১৬ : রজত স্বচ্ছ স্ফটিকের পাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিবেশন করবে।

١٧. وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا-

আয়াত-১৭ : সেখানে তাদের শরাব পান করতে দেয়া হবে জানজাবিল (ginger) মিশ্রিত।

١٨. عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا -

আয়াত-১৮ : আর (জানজাবিল মিশ্রিত) এই শরাব হবে মূলত জান্নাতের একটি ঝর্ণা, যার নাম হলো 'সালসাবিল'।

١٩. وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا -

আয়াত-১৯ : সেখানে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে এমনসব চির বালক (boys of everlasting youth), যাদের দেখলে তোমার মনে হবে – ওরা যেনো ছড়ানো মুক্তা।

٢٠. وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا -

আয়াত-২০ : সেখানে গিয়ে যখন দেখবে, দেখতে পাবে নি'আমত আর নি'আমত ভোগ-বিলাসের সীমাহীন সামগ্রী। আরো দেখবে (তোমাকে দেয়া হয়েছে) এক বিশাল সম্রাজ্য (a great dominion)।

٢١. عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا-

আয়াত-২১ : তাদের পরিধানে থাকবে সবুজ রঙের সূক্ষ্ম-মিহি রেশমী পোশাক আর সোনালি কিংখাবের বস্ত্ররাজি। তাদেরকে অলংকার সজ্জিত করা হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন দ্বারা। আর তাদের প্রভু তাদের পান করাবেন শরাবান তহূরা – পবিত্র পানীয়।

٢٢. اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا-

আয়াত-২২ : (তাদের বলা হবে) এগুলো হলো তোমাদের জন্যে পুরস্কার (reward), কারণ, তোমাদের সা'য়ী কবুল করা হয়েছে।

٢٣. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا-

আয়াত-২৩ : আমিই পর্যায়ক্রমে তোমার প্রতি (অনুসরণের জন্যে) এ কুরআন নাযিল করেছি।

٢٤. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا-

আয়াত-২৪ : সুতরাং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তোমার প্রভুর নির্দেশ পালন করে

www.pathagar.com

যাও। আর তাদের মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য করোনা।

২৫. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا-

আয়াত-২৫ : আর সকাল-সন্ধ্যা তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো।

২৬. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا-

আয়াত-২৬ : আর রাত্রিবেলায় তাঁর প্রতি সিজদায় অবনত হও এবং রাতের দীর্ঘসময় তাঁর তসবীহ্ করতে থাকো।"

আমরা এখানে সূরাটির ৫ থেকে ২৬ আয়াত উদ্ধৃত করেছি। এই ২২টি আয়াতকে আমরা বিষয় বস্তুর আলোকে তিনভাগে ভাগ করতে পারি :

প্রথমত : যাদের 'সা'য়ী' আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য, তাদের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত : তাদের সা'য়ীর পরকালীন প্রতিদান ও পুরস্কার।

তৃতীয়ত : দুনিয়ার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই লোকদের জন্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ।

যাদের সা'য়ী আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলো :

১. তারা 'আবরার'- সত্য ও ন্যায়পন্থী (pious and righteous)।
২. তারা আল্লাহর প্রিয় দাস।
৩. তারা আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করে।
৪. তারা সবসময় মহাবিপদের দিনের (বিচারদিনের) ভয়ে ভীত থাকে।
৫. তারা অভাবী ও এতীমদেরকে নিজেদের প্রিয় সম্পদ দান করে।
৬. তারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করে।
৭. তারা প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করেনা।
৮. তারা দীর্ঘ ভয়ংকর দিনটির (বিচার দিনের) বিপদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে দান করে।
৯. তারা আল্লাহর হুকুমে কাজ করতে গিয়ে এবং জীবন যাপন করতে গিয়ে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করে।

- তাদের এইসব সা'য়ী আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য।

অতপর তাদের এসব সা'য়ীর জন্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদেরকে পরকালে যেসব প্রতিদান ও পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করবেন তার একটি ক্ষুদ্র ছবি তিনি তুলে ধরেন। সেগুলো হলো, তিনি –

১. তাদেরকে জান্নাত দান করবেন।
২. কর্পুরের সুগন্ধিযুক্ত ঝর্ণাধারা থেকে তাদের পান করাবেন।
৩. তাদেরকে পরকালের ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে নাজাত দেবেন।
৪. সেখানে তাদের চেহারাকে করবেন সৌন্দর্যদীপ্ত।
৫. সেখানে তাদের জীবনকে ভরে দেবেন আনন্দ আর প্রফুল্লতায়।

www.pathagar.com

৬. তাদেরকে পরতে দেবেন রেশমী পোশাক।
৭. তাদেরকে সমাসীন করবেন সুসজ্জিত উঁচু আসনে।
৮. তাদের জান্নাতে না থাকবে খরতপ্ত রৌদ্র, আর না শীতের প্রকোপ।
৯. তাদের উপর বিস্তীর্ণ থাকবে বৃক্ষরাজির ছায়া।
১০. নানা রকমের ফলফলারি থাকবে তাদের নাগালের মধ্যেই।
১১. তাদের পানাহারের পাত্র হবে রৌপ্য এবং স্ফটিকের।
১২. তাদেরকে পরিবেশন করা হবে তাদের চাহিদা মতো।
১৩. সালসাবিল নামক ঝর্ণা ধারার জান্‌জাবিল শরবত তাদের পান করানো হবে।
১৪. মুক্তার মতো চিরবালকরা তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।
১৫. তাদের প্রত্যেককে দেয়া হবে সীমাহীন নি'আমত-সামগ্রী।
১৬. প্রত্যেককে দেয়া হবে বিশাল সম্রাজ্য।
১৭. মিহি সবুজ রেশমী পোশাক আর সোনালি কিংখাবের বস্ত্ররাজি তাদের পরতে দেয়া হবে।
১৮. তাদের পান করানো হবে – শরাবান তহুরা।
- এই সবই তাদের জন্যে করা হবে, কারণ তাদের দুনিয়ার সা'য়ী আল্লাহপাক কবুল করে নেবেন।

এরপর ২৩ থেকে ২৬ আয়াতে আল্লাহপাক তাদের সা'য়ীকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্যে তাদের উদ্দেশ্যে কতিপয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। সেগুলো হলো :

১. কুরআনকে অনুসরণ করো। কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করো।
২. দৃঢ়তা ও অটলতার সাথে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে যাও।
৩. কোনো পাপিষ্ঠ কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য করোনা।
৪. সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ সবসময়) আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করো।
৫. রাতের কিছু অংশ আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হও।
৬. দীর্ঘ রাত ধরে আল্লাহ্‌র তসবীহ করো।

পরকালের মহাবিপদ থেকে মুক্তি লাভ করার জন্যে এবং পরকালের সীমাহীন পুরস্কার লাভ করার জন্যে কি ধরনের সা'য়ী করা উচিত, এই আয়াতগুলো থেকে আমরা পাই সেই শিক্ষাই।

❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

৩

আপনার প্রচেষ্টার নিয়্যত কী?

● কী নিয়্যতে আপনি সা'য়ী করেন?

আপনি একজন মুসলমান। আপনি ইবাদত-বন্দেগি করেন। নামায-রোযা করেন। হজ্জ করেছেন। যাকাত প্রদান করেন। দান সদকা করেন। কুরআন হাদিস পড়েন। ওয়ায-নসীহত করেন। ইমামতি করেন। কুরআন হাদিসের শিক্ষকতা করেন। মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। মানব সেবা করেন। ইসলামী আন্দোলন করেন। নেতৃত্ব প্রদান করেন। এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহাদাত পর্যন্ত বরণ করতে চান।

কিন্তু ইসলামের পথে এতোসব সা'য়ী এবং চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করার পরও বিচারের দিন আপনাকে বেহেশতের সার্টিফিকেট প্রদানের পরিবর্তে আপনার নাকে জাহান্নামের লেগাম পরানো হতে পারে, যদি আপনার বেহেশ্তে যাওয়ার উপরোক্ত সা'য়ী সমূহের নিয়্যতের মধ্যে গণ্ডগোল থেকে যায়।

কিয়ামতের দিন বহু সামাজিক মুসলমানকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অনেক নামাযীকে, অনেক হাজীকে, অনেক দাতাকে, অনেক কারী-মুদাররিস-মুফাসসিরকে, অনেক মুহাদ্দিসকে, অনেক ওয়ায়েযকে, অনেক খতিবকে, অনেক ইমামকে, অনেক মসজিদ নির্মাতাকে, অনেক সমাজ সেবককে, অনেক মুজাহিদকে, অনেক শহীদকে এবং আরো অনেককে।

কারণ হলো, যেসব লোক দুনিয়াতে এসব নেক ও বেহেশতি কাজের সা'য়ী করে, কিয়ামতের দিন বিচারের সময় এদের মধ্যে এমন অনেক লোককেই পাওয়া যাবে, অনেক লোকরই মনের এই আসল খবর প্রকাশ হয়ে যাবে যে, তারা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাফল্যের জন্যে এসব নেক কাজ করেনি। বরং পার্থিব ফায়দা অর্জন এবং মানুষের নিকট থেকে প্রশংসা ও সুনাম কুড়ানোর নিয়্যতেই এসব নেক কাজ করে এসেছে। ফলে, আখিরাতে তাদের জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই পাওনা থাকবেনা।

● নিয়্যত কী?

নিয়্যত (نِيَّة) আরবি শব্দ। বাংলায় ১৫টি প্রতিশব্দে এর অর্থ প্রকাশ করা যায়। সেগুলো হলো:

www.pathagar.com

১. ইচ্ছা, ২. বাসনা, ৩. সংকল্প, ৪. অভিপ্রায়, ৫. অভিলাষ, ৬. মনোভাব, ৭. মনোবাঞ্ছা, ৮. সিদ্ধান্ত, ৯. পরিকল্পনা, ১০. লক্ষ্য, ১১. উদ্দেশ্য, ১২. তাৎপর্য, ১৩. কারণ, ১৪. হেতু, ১৫. মতলব।

মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনেই থাকে নিয়্যত। সুস্থ্য ও বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী লোকেরা উদ্দেশ্যহীন (নিয়্যত বিহীন) কোনো কাজ করেনা। উদ্দেশ্যহীন (নিয়্যত বিহীন) কাজ করে সাধারণত -

১. অবুঝ শিশু,
২. পাগল এবং
৩. চরম অসুস্থ ব্যক্তি।

● পরকালীন প্রতিফল লাভের ভিত্তি হবে নিয়্যত

মানুষ আখিরাতের প্রতিফল ও প্রতিদান লাভ করবে হয় জান্নাত আকারে নতুবা জাহান্নাম আকারে।

যারা পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ এবং জান্নাতের সৌভাগ্য অর্জনের নিয়্যতে আল্লাহর রসূলের নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর হুকুম পালন করেছে, পরম দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই জান্নাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদের সা'য়ীই কবুল করা হবে।

পক্ষান্তরে যারা অন্য কোনো নিয়্যতে নেক কাজ করেছে, ইবাদত-বন্দেগি করেছে, নামায রোযা করেছে, হজ্জ উমরা করেছে, দান সদকা করেছে, জিহাদ-আন্দোলন করেছে, ওয়ায নসীহত করেছে, ইসলামের শিক্ষা প্রদান করেছে, কিংবা পালন করেছে আল্লাহ্র অন্যান্য হুকুম- তাদের ভাগ্যে জান্নাত নেই। তাদেরকে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে জাহান্নামে। তাদের কোনো ইবাদত বন্দেগি এবং কোনো নেক কাজই কবুল করা হবেনা। তাদের সমস্ত সা'য়ী হবে ব্যর্থ।

রসূলুল্লাহ সা. পরিষ্কার করে বলে গেছেন :

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوٰى- فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه اِلَى اللّٰه وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُه اِلَى اللّٰه وَرَسُوْلِه - وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُه اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ. (بخارى ومسلم)

অর্থ : নিয়্যতের উপরই নির্ভর করে কর্মের প্রতিফল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাই রয়েছে, যে জিনিসের সে নিয়্যত করেছে। ফলে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সন্তুষ্টি লাভের) সংকল্প নিয়ে হিজরত করে, তার হিজরতের উদ্দেশ্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি অর্জন বলেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পার্থিব কিছু অর্জন বা লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, কিংবা কোনো নারীকে স্ত্রী হিসেবে

www.pathagar.com

পাবার অভিলাষে হিজরত করে থাকে, তবে সেটাকেই গণ্য করা হবে তার হিজরতের উদ্দেশ্য। (সূত্র : বুখারি ও মুসলিম, বর্ণনা : উমর রা.)

রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন :

إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. (ابن ماجه)

অর্থ : কিয়ামতের দিন মানুষকে উঠানো হবে (বিচার করা হবে) তার নিয়্যতের উপর।' (সূত্র : ইবনে মাজাহ, বর্ণনা : আবু হুরাইরা রা.)

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস্ রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করেন : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে জিহাদ এবং যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলুন।' জবাবে তিনি বলেন : হে আবদুল্লাহ! তুমি যদি আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্যে দৃঢ়তার সাথে লড়াই করো, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই উদ্দেশ্য ও দৃঢ়তার উপরই পুনরুত্থিত করবেন। আর যদি বাহাদুরি প্রদর্শন এবং বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্যে লড়ে থাকো, তবে এই অবস্থার উপরই তিনি তোমাকে পুনরুত্থিত করবেন।' হে আবদুল্লাহ! তুমি যে উদ্দেশ্যেই লড়াই করে থাকো, কিংবা নিহত হয়ে থাকো, ঠিক সে অবস্থার উপরই তোমাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।" (সূত্র : আবু দাউদ)

● বিচার হবে নিয়্যতের

মানুষের নিয়্যতের খবর মানুষ জানেনা বটে, কিন্তু দৃশ্য অদৃশ্য সর্বদর্শী মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের মনের খবর জানেন। তিনি পরিষ্কারভাবে জানেন – কোন্ ব্যক্তি কী উদ্দেশ্যে কী কাজ করছে? আমলনামা লেখক সম্মানিত দুই ফেরেশতাকেও আল্লাহ তা'আলা নিয়্যত সম্পর্কে জানার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁরা নিয়্যতের ভিত্তিতেই প্রত্যেকের বদ আমল এবং নেক আমল লিপিবদ্ধ করেন :

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ. (الانفطار : ١٢-١١)

অর্থ : তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্মানিত লেখকদ্বয় অবহিত রয়েছে।' (সূরা ৮২ ইনফিতার : আয়াত ১১-১২)

হাশর ময়দানে মানুষের প্রতিফল লাভের ভিত্তি হবে তার নিয়্যত। বিচারটা নিয়্যতেরই হবে। কারণ, মানুষ নিয়্যতের পেছনেই দৌড়ায়। নিয়্যতের পেছনেই সা'য়ী করে। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি :

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কিয়ামতের দিন পয়লা ফায়সালা হবে শহীদ হয়েছে এমন এক ব্যক্তির। তাকে হাযির করা হবে। তখন আল্লাহ পাক তাকে পৃথিবীর জীবনে যেসব নি'আমত দিয়েছিলেন, একটি একটি করে সেগুলো স্মরণ করিয়ে দেবেন। সব নি'আমতের কথাই তার স্মরণ হবে।

www.pathagar.com

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নি'আমত পেয়ে তুমি কী আমল করেছো?' সে বলবে : প্রভু! আমি তোমার পথে লড়াই করেছি, এমনকি শহীদ হয়ে এসেছি।' তিনি বলবেন : তুমি মিথ্যে বলছো। বরং তুমি তো লড়াই করেছিলে লোকেরা যেনো তোমাকে বাহাদুর বলে সে উদ্দেশ্যে। আর (সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে) লোকেরা তোমাকে বাহাদুর বলেছে (সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুই পাওনা নেই)। তখন (ফেরেশতাদের) হুকুম করা হবে আর তারা তাকে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

অতপর ফায়সালা হবে এক জ্ঞানী ব্যক্তির, যে মানুষকে জ্ঞানদান করেছে এবং কুরআনও পড়েছে। তাকে হাযির করা হবে। তখন আল্লাহ পাক তাকে দান করা নিজের সমস্ত নি'আমতের কথা একে একে স্মরণ করিয়ে দেবেন। সবই তার স্মরণ হবে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমার এসব নি'আমত পেয়ে তুমি কী আমল করেছো? সে বলবে : আমি জ্ঞানার্জন করেছি, মানুষকে জ্ঞানদান করেছি এবং তোমার জন্যে কুরআনও পড়েছি।' জবাবে তিনি তাকে বলবেন : তুমি মিথ্যে বলছো; বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছো এ উদ্দেশ্যে যেনো মানুষ তোমাকে জ্ঞানী বলে, এবং কুরআন পড়েছো এ উদ্দেশ্যে - যেনো মানুষ তোমাকে কারী ও মুফাসসির বলে। এসব উপাধি লোকেরা তোমাকে দিয়েছে। (সুতরাং এখন আমার কাছে তোমার কিছুই পাওনা নেই)। তখন (ফেরেশতাদের) হুকুম করা হবে আর তারা তাকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে ফেলে দেবে জাহান্নামে।

তারপর ফায়সালা হবে এমন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ পাক সব রকমের অর্থ সম্পদ দিয়ে ধনবান করেছিলেন। তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ পাক তাকে প্রদত্ত সবগুলো নি'আমতের কথা একে একে স্মরণ করিয়ে দেবেন। সব নি'আমতের কথাই তার স্মরণ হবে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নি'আমত পেয়ে তুমি কী আমল করে এসেছো? সে বলবে : হে আল্লাহ! তোমার পছন্দনীয় এমন কোনো পথই আমি বাকি রাখিনি, যেখানে আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে অর্থ কড়ি দান করিনি।' তিনি বলবেন : তুমি মিথ্যে বলছো, বরং তুমি তো দান করেছিলে মানুষ যেনো তোমাকে দানবীর বলে। সে উপাধি মানুষ তোমাকে দিয়েছে (সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুই পাওনা নেই)। অতপর (ফেরেশতাদের) হুকুম করা হবে, তারা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে নিক্ষেপ করবে জাহান্নামের তলদেশে। (সূত্র : সহীহ মুসলিম)

হাদিস থেকে আরেকটি ঘটনা জানা যায়। মে'রাজের রাত্রে রসূলুল্লাহ সা.-কে বেহেশত ও দোযখ দেখানো হয়। সাথে ছিলেন জিব্রীল আমীন। বেহেশতবাসীদের সুখের অবস্থা তাঁকে দেখানো হয় এবং দোযখবাসীদের শাস্তির করুণ দৃশ্যও দেখানো হয়। জিব্রীল তাঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। সামনেই

www.pathagar.com

পড়ছিল এক একটি দৃশ্য। একটি দৃশ্যের বর্ণনা এরকম –

"অতপর জিব্রীল আমাকে নিয়ে আরেকদল লোকের কাছে এলেন। লোহার কাঁচি দিয়ে তাদের ঠোঁট এবং জিহ্বা কেটে ফেলা হাচ্ছিল। একটি ঠোঁট ও জিহ্বা কেটে ফেলার পর পরই তা আবার জোড়া লেগে যাচ্ছিল। এভাবে বারবার কাটা হাচ্ছিল এবং জোড়া লাগছিল বিরামহীনভাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই জিব্রীল এরা কারা? তিনি বললেন: এরা আপনার উম্মতের খতিব-ওয়ায়েয-বক্তা। এরা তাদের বক্তব্যে ফিতনা ছড়াতো।[১] তাই তাদেরকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।" (তারগীব ও তারহীব)

কুরআন মজিদ এবং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদল লোক স্বয়ং আল্লাহর নবীর পেছনে নামায পড়তো। তারা নবীর কাছে এলেই বলতো : আল্লাহর কসম, আপনি আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ সা. বক্তব্য রাখার জন্যে মিম্বরে উঠতেই এদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে সবাইকে বলতো : ইনি আল্লাহর রসূল। তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনো।' কিন্তু এই তথাকথিত দীনদার (!) লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা হলো :

১. তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়। শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, তারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাতে আসে এবং আল্লাহ্কে কদাচিতই স্মরণ করে। আসলে তারা দোদল্যমান। না এদের দিকে, না ওদের দিকে। .....এই মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচাইতে নিচের স্তরের জঘন্যতম শাস্তি ভোগ করবে.....। (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৪২-১৪৪)

২. ওদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ জন্যে যে : ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি কুফরি করে, নামাযে আসে শৈথিল্যের সাথে আর দান করে বাধ্য হয়ে। অর্থ ও জনবলের কারণে ওদের প্রতি তুমি মুগ্ধ হয়োনা। আল্লাহ ওদেরকে দুনিয়ার জীবনেও শাস্তি দেবেন আর কাফির অবস্থায় তাদের মৃত্যু হবে। ওরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, ওরা তোমাদের সাথে আছে। আসলে তারা তোমাদের সাথে নেই...।' (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৫৪-৫৬)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবী সা.-এর জামাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। নবীর পেছনেই জামাতে নামায পড়তো। নবীর সংগি হয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। নবী সা.-কে প্রায়ই আল্লাহর নামে হলফ করে বলতো : আপনি আল্লাহর রসূল। তার মৃত্যুর পর রসূল তার সালাতে জানাযাও

---

১. 'ফিতনা ছড়াতো' মানে – দীনের অপব্যাখ্যা করতো, কুরআনের অপব্যাখ্যা করতো, সত্য গোপন করতো, সত্যকে মিথ্যার সাথে একাকার করে প্রচার করতো, বিদ্বেষ ছড়াতো, মনগড়া কথা বলতো, মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্যে অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলে বেড়াতো।

www.pathagar.com

পড়েছিলেন, তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এই ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ পাক নিজের ফায়সালা ঘোষণা করেন :

"তুমি এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না-ই করো, এমন কি যদি সত্তর বারও এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কখনো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না।" (সূরা তাওবা : আয়াত ৮০)

৪. ধ্বংসকর শাস্তি (ওয়ায়েল দোযখ) রয়েছে সেইসব নামাযীর জন্যে, যারা নামাযে উদাসীন এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে।" (সূরা ১০৭ আল মাউন)

এই কয়েকটি ঘটনা এবং ঘোষণা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলো, ইসলামের জন্যে মানুষ যতো সা'য়ীই করুক না কেন, যতো ইবাদত বন্দেগিই করুক না কেন, যতো দান খয়রাতই করুক না কেন, যতো বড় ত্যাগ ও কুরবানিই করুক না কেন – তা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে, তবে তার জন্যে আল্লাহর কাছে কোনো পুরস্কার তো পাওয়া যাবেই না, বরং কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত হতে হবে।

আল্লাহর আদালতের বিচার হবে সুবিচার, আদল ও ইনসাফপূর্ণ বিচার।
কে কি পরিমাণ নেক কাজ করে এসেছে, বিচারে তা দেখা হবেনা।
কে কি উদ্দেশ্যে কী পরিমান কাজ করে এসেছে – বিচারে তাই দেখা হবে।
বিচার হবে এবং প্রতিফল নির্ধারিত হবে মানুষের নিয়্যতের ভিত্তিতে।

● আল্লাহ চান একনিষ্ঠ নিয়্যত (ইখ্‌লাস)

আল্লাহ পাক চান, মানুষ ভালো কাজের, নেক কাজের সা'য়ী করুক একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুটি লাভের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন :

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ.

অর্থ : তাদের তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করে বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর দাসত্ব ও ইবাদত করার।" (সূরা ৯৮ আল বায়্যিনা : আয়াত ৫)

এ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হলো :

১. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কোনো ব্যক্তি যদি আখিরাতে পুরস্কার এবং দুনিয়ার প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, সে কী পাবে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সে কিছুই পাবেনা।' লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার রিপিট করে। তিনবারই রসূল সা. জবাব দেন : সে কিছুই পাবেনা।' অতপর তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা তো কেবল সেই আমলই কবুল করেন, যা নিষ্ঠার সাথে খালিসভাবে কেবল তাঁরই জন্যে করা হয়ে

www.pathagar.com

থাকে এবং যা দ্বারা কেবলমাত্র তাঁরই সন্তুষ্ট অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।" (সূত্র : আবু দাউদ, নাসায়ী; বর্ণনা : আবু উমামা রা.)

২. আনাস রা. বলেন, তবুক অভিযান থেকে ফেরার পথে রসূলুল্লাহ সা. আমাদের বলেন : কিছু লোক আমাদের সাথে এই অভিযানে শরীক হতে পারেনি (বাহন না থাকায় মনের ব্যথা নিয়ে তারা মদিনায় রয়ে গেছে)। কিন্তু মূলত তারা আমাদের সংগেই ছিলো। আমরা যতোগুলো প্রান্তর অতিক্রম করে এসেছি সর্বত্রই তারা (তাদের হৃদয়) আমাদের সাথে ছিলো। তাদের ওযর কবুল করা হয়েছে।" (সূত্র : বুখারি ও আবু দাউদ)

৩. আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ার নিয়্যতে (সন্ধ্যায়) ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ ফজরের সময় হবার পূর্ব পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙেনি, তার আমল নামায় ঐ রাতের তাহাজ্জুদ নামায লেখা হবে এবং তার নিদ্রা তার প্রভুর পক্ষ থেকে দান বলে গণ্য হবে। (সূত্র : নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

৪. মুয়ায বিন জাবাল রা. বর্ণনা করেন, ইয়েমন পাঠাবার সময় রসূলুল্লাহ সা. আমাকে নসিহত করেন : হে মুয়ায! তোমার দীনকে আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ রাখবে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করবে, এতে করে অল্প আমলই তোমার পরিত্রাণের জন্যে যথেষ্ট হবে। (সূত্র : হাকিম)

নিয়্যত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার উপদেশ হলো :

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ : বলো, আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু – সবই মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহর জন্যে।" (সূরা আন'আম : ১৬২)

পরকালীন সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন সকল কাজ খালিস্ নিয়্যতে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা।*

শেষ

* এই পুস্তিকার রচনাকাল মে ও জুন ২০০২ ঈসায়ী।

www.pathagar.com

আবদুস শহীদ নাসিম-এর লেখা কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসীর
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অঙ্গীকার
ঈমানের পরিচয়
মুক্তির পথ ইসলাম
আসুন আমরা মুসলিম হই
ইসলামের পারিবারিক জীবন
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আল কুরআনের দু'আ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
উসূল ফিকহর উসূল আহকাম
নির্বাচনে জেতার উপায়
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)

অনূদিত বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মহিলা ফিকহ্ ১ম খণ্ড
মহিলা ফিকহ্ ২য় খণ্ড
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
এন্তেখাবে হাদীস
যাদে রাহ্
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াত ইলাল্লাহ্ দা'ঈ ইলাল্লাহ্

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
মগবাজার,ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১১২৯২

www.pathagar.com